প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফেন্ট রোড, ইস্কাটন, ঢাকা।
ফোন: +৮৮-০২-৮৩৩৩৬০৪
Web: www.probashi.gov.bd

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.probashi.gov.bd

“..... আছে শুধু আমার মানুষের একতা, আছে তাদের ঈমান, আছে তাদের শক্তি। এই মনুষ্য শক্তি নিয়েই এই বাংলাকে নতুন করে গড়ে তুলতে চাই।”

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

প্রতি উপজেলা থেকে প্রতি বছর গড়ে ১ হাজার যুব/যুব মহিলাকে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

বিভিন্ন দেশে আরও বেশী সংখ্যক প্রশিক্ষিত কর্মী প্রেরণের এবং তাদের শ্রমলব্ধ অর্থের আয়বর্ধক ও লাভজনক বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত নীতি-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা হবে।

বিদেশে যাওয়ার সময় নমনীয় শর্ত ও সুদে এবং দেশে ফেরার পর স্থায়ী কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান সুনিশ্চিত করা হবে।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



মন্ত্রী

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রার শক্তিশালী রিজার্ভ গঠনে অভিবাসী কর্মীদের অবদান অনস্বীকার্য। আমাদের জাতীয় পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দলিলে শ্রম অভিবাসনকে উন্নয়নের একটি হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য উত্তরসূরী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাতের অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনায় এ খাতকে 'থ্রাস্ট সেক্টর' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তাই নিরাপদ, সুষ্ঠু, নিয়মতান্ত্রিক ও দায়িত্বশীল অভিবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করছে। সেই নিরন্তর কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৬,৫৯,০৪৩ জন কর্মীকে বিদেশে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ খাতে রেমিট্যান্স হিসেবে দেশে এসেছে প্রায় ১৬.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতি উপজেলা থেকে গড়ে ১০০০ দক্ষ কর্মী বিদেশে প্রেরণের এবং বিদেশ গমনেচ্ছু ও বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে আমরা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে দক্ষতা উন্নয়ন, শ্রম অভিবাসন বিষয়ে সচতনতা বৃদ্ধি এবং শ্রম অভিবাসনের সকল পর্যায়ে মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট জোরদারকরণের ওপর।

বিদ্যমান শ্রম বাজার ধরে রাখার পাশাপাশি নতুন শ্রম বাজার অনুসন্ধানে নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে যাচ্ছে এ মন্ত্রণালয়। এর ফলশ্রুতিতে জাপান সরকারের সাথে স্বাক্ষরিত সহযোগিতা স্মারক অনুযায়ী শূন্য অভিবাসন ব্যয়ে জাপানে টেকনিক্যাল ইন্টার্ন ও কেয়ারগিভার প্রেরণের উদ্যোগ এ অর্থ বছরের উলেখযোগ্য সাফল্য। এর পাশাপাশি কর্মী প্রেরণ শুরু হয়েছে চীন, মালয়েশিয়ার সারওয়াক প্রদেশ, কম্বোডিয়া, ক্রোয়েশিয়া ইত্যাদির মতো অপ্রচলিত শ্রম বাজারে।

প্রবাসী ও বিদেশগামী কর্মীদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চলমান কল্যাণমূলক কার্যক্রমের সাথে এ বছর যুক্ত হয়েছে বিদেশগামী বাংলাদেশি কর্মীদের বাধ্যতামূলক বীমার আওতায় আনয়নের উদ্যোগ। ইতোমধ্যে প্রণীত হয়েছে "প্রবাসী কর্মী বীমা নীতিমালা"। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক জোট যেমন, কলম্বো প্রসেস, জিএফএমডি, আবুধাবি ডায়লগসহ অন্যান্য জোটের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের অধিকারের অধিকতর সুরক্ষার জন্য এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

অভিবাসন ব্যবস্থাপনা আরো সহজীকরণসহ অভিবাসী ভাইবোনদের কল্যাণ ও মর্যাদা সমুন্নত রাখতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও আমাদের মিশনগুলো কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ইমরান আহমদ, এমপি



সচিব

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের তথ্য সমৃদ্ধ এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় আমি আনন্দিত। প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি ও সময়ের প্রেক্ষাপটে আধুনিক বিশ্বের প্রতিযোগিতামূলক শ্রম বাজারে কর্মসংস্থানের জন্য বর্তমান সময়ের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ, প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের কল্যাণ ও স্বার্থ সংরক্ষণ এবং নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অভিবাসন ব্যবস্থানার উন্নয়ন সাধন এ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম অভিলক্ষ্য। বিএমইটি, বোয়েসেল, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এবং বিদেশস্থ মিশনে প্রতিষ্ঠিত ২৯টি শ্রম কল্যাণ উইং এর মাধ্যমে নিরাপদ, বৈধ ও নিয়মিত অভিবাসন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে এ মন্ত্রণালয় বিশাল কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করছে। অভিবাসন প্রত্যাশী বাংলাদেশি কর্মীদের সময়োপযোগী যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োগের লক্ষ্যে সরকার বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ০৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিসহ মোট ৭০টি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে ৫৫টি কর্মসংস্থান উপযোগী ট্রেডে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে, উপজেলা পর্যায়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। কলম্বো প্রসেস, আবুধাবী ডায়ালগ, বুদাপেস্ট প্রসেস, জিএমফএমডিসহ অভিবাসন সম্পর্কিত সকল আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের অধিকার সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে।

সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে কার্যকরী ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের গৃহীত সকল কার্যক্রম সাফল্যের সাথে পরিচালিত হচ্ছে। অভিবাসন ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় নানাবিধ কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে ১৬টি দেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যৌক্তিক অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণপূর্বক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সেমিনারসহ ব্যাপক প্রচারণা ও তদারকি জোরদার করা হয়েছে। বিদেশগামী কর্মীদের শতভাগ বীমার আওতায় আনার নিমিত্ত একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮' বাস্তবায়নে প্রতি উপজেলা হতে প্রতি বছর গড়ে ১ হাজার কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় দেশের ৪৯২টি উপজেলা হতে বছরে মোট ৪ লক্ষ ৯২ হাজার করে ৫ বছরে (২০১৯-২০২৩) সর্বমোট ২৪ লক্ষ ৬০ হাজার কর্মী প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের সাফল্যগাঁথা রচিত হয়েছে এ অর্থ বছরে। নিঃসন্দেহে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স প্রবাহ এ অর্জনের অন্যতম অনুঘটক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছেন। মাননীয় মন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত সেবা প্রদানে এ মন্ত্রণালয় সর্বদা সচেষ্ট থাকবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের গর্বিত অংশীদার হওয়ার প্রত্যয় নিয়ে প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ ও অভিবাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সকল অভিবাসী কর্মীদের শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুখী জীবন কামনা করছি।

মোঃ সেলিম রেজা



অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত।

বিদেশে নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান ও উন্মুক্তকরণ, শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী তৈরি করে তাঁদের বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিত করা প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে, বিশেষ করে বর্তমান সরকারের সময়ে অভিবাসন খাতে উত্তরোত্তর সফলতা অর্জন করেছে। এ মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারী দেশের সাধারণ মানুষের, বিশেষতঃ অভিবাসী জনগোষ্ঠীর সেবায় সর্বদা নিবেদিত। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং বিদেশে বাংলাদেশ হাইকমিশন/ দূতাবাসে স্থাপিত ২৯ টি শ্রম কল্যাণ উইং এর মাধ্যমে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকারের দূরদর্শী নেতৃত্বে বিদেশে কর্মী প্রেরণ প্রক্রিয়ায় মধ্যস্বত্বভোগী দালালদের দৌরাত্ম্য হ্রাস ও অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় অধিকতর শৃংখলা, গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়ন সম্ভব হয়েছে। প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রশিক্ষিত ও দক্ষ কর্মীরা দেশ-বিদেশে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতার সাথে কাজ করছেন। আমাদের দক্ষ জনগোষ্ঠী দেশের অর্থনীতিকে উপকরণ ভিত্তিক (Factor driven) থেকে দক্ষতা ভিত্তিক (Productivity driven) এবং দক্ষতা ভিত্তিক থেকে জ্ঞান ভিত্তিক (Knowledge driven) অর্থনীতিতে পরিণত করবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এজন্য, ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশে পরিণত হবো বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।

এ প্রতিবেদন আমাদের বিগত এক অর্থ বছরে সম্পাদিত প্রধান প্রধান কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণে সমৃদ্ধ অন্যদিকে এটি আমাদের সাফল্য-ব্যর্থতার খতিয়ান হিসেবে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের প্রমাণকও বটে। এটি পাঠে যে কেউ এ মন্ত্রণালয়ের কাযর্ক্রম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারবেন। অধিকন্তু এটি অভিবাসন বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রেও সহায়ক উৎস হিসেবে কাজে লাগতে পারে।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের এ শ্রমসাধ্য কাজের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ নাজীবুল ইসলাম

আহ্বায়ক

সম্পাদনা পর্ষদ



সম্পাদনা পর্ষদ

নির্দেশনায় : সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সম্পাদনায় : সম্পাদনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ

১.	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)	আহবায়ক
২.	অতিরিক্ত সচিব (অভিবাসী কল্যাণ)	সদস্য
৩.	অতিরিক্ত সচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট)	সদস্য
৪.	অতিরিক্ত সচিব (দপ্তর ও সংস্থা)	সদস্য
৫.	যুগ্ম সচিব (কর্মসংস্থান)	সদস্য
৬.	যুগ্ম সচিব (প্রশিক্ষণ)	সদস্য
৭.	যুগ্ম সচিব (মিশন)	সদস্য
৮.	অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বিএমইটি	সদস্য
৯.	মহাব্যবস্থাপক, বোয়েসেল	সদস্য
১০.	উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	সদস্য
১১.	উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড	সদস্য
১২.	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)	সদস্য সচিব

প্রকাশনায় : প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল : ১৪ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রবসী কল্যাণ ভবন

৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন, ঢাকা, বাংলাদেশ।

ফোন: +৮৮-০২-৮৩৩৩৬০৪, Web: www.probashi.gov.bd

সূচিপত্র

অধ্যায়-১

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ১৩

অধ্যায়-২ ..... ১৮

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ১৮

অধ্যায়-২.১ ..... ১৯

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স ১৯

অধ্যায়-২.২ ..... ২৩

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য বিদ্যমান শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান ২৩

অধ্যায়-২.৩ ..... ২৫

দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ২৫

অধ্যায়-২.৪ ..... ২৯

অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে আইন/নীতিমালা/বিধিমালা/প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র প্রণয়ন ২৯

অধ্যায়-২.৫ ..... ৩১

গবেষণা ও সমীক্ষা ৩১

অধ্যায়-২.৬ ..... ৩২

উন্নয়ন প্রকল্প ৩২

অধ্যায়-২.৭ ..... ৩৬

নিরাপদ, সুষ্ঠু, দায়িত্বশীল ও নিয়মিত অভিবাসন ৩৬

অধ্যায়-২.৮ ..... ৩৯

কর্মপরিকল্পনা/কর্মকৌশল বাস্তবায়ন: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত ৩৯

অধ্যায়-২.৯ ..... ৪২

শ্রম কল্যাণ উইং ৪২

অধ্যায়-২.১০ ..... ৪৩

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ৪৩

অধ্যায়-২.১১ ..... ৪৪

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১৮ ..... ৪৪

অধ্যায়-২.১২ ..... ৪৫

কল্যাণমূলক কার্যক্রম ৪৫

অধ্যায়-২.১৩ ..... ৪৮

সরকারিভাবে কর্মী প্রেরণ ৪৮

অধ্যায়-২.১৪ ..... ৪৯

অভিবাসন সহায়তায় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ৪৯

অধ্যায়-২.১৫ ..... ৫১

বিবিধ ৫১

অধ্যায়-৩ ..... ৫৩

পরিশিষ্ট ৫৩

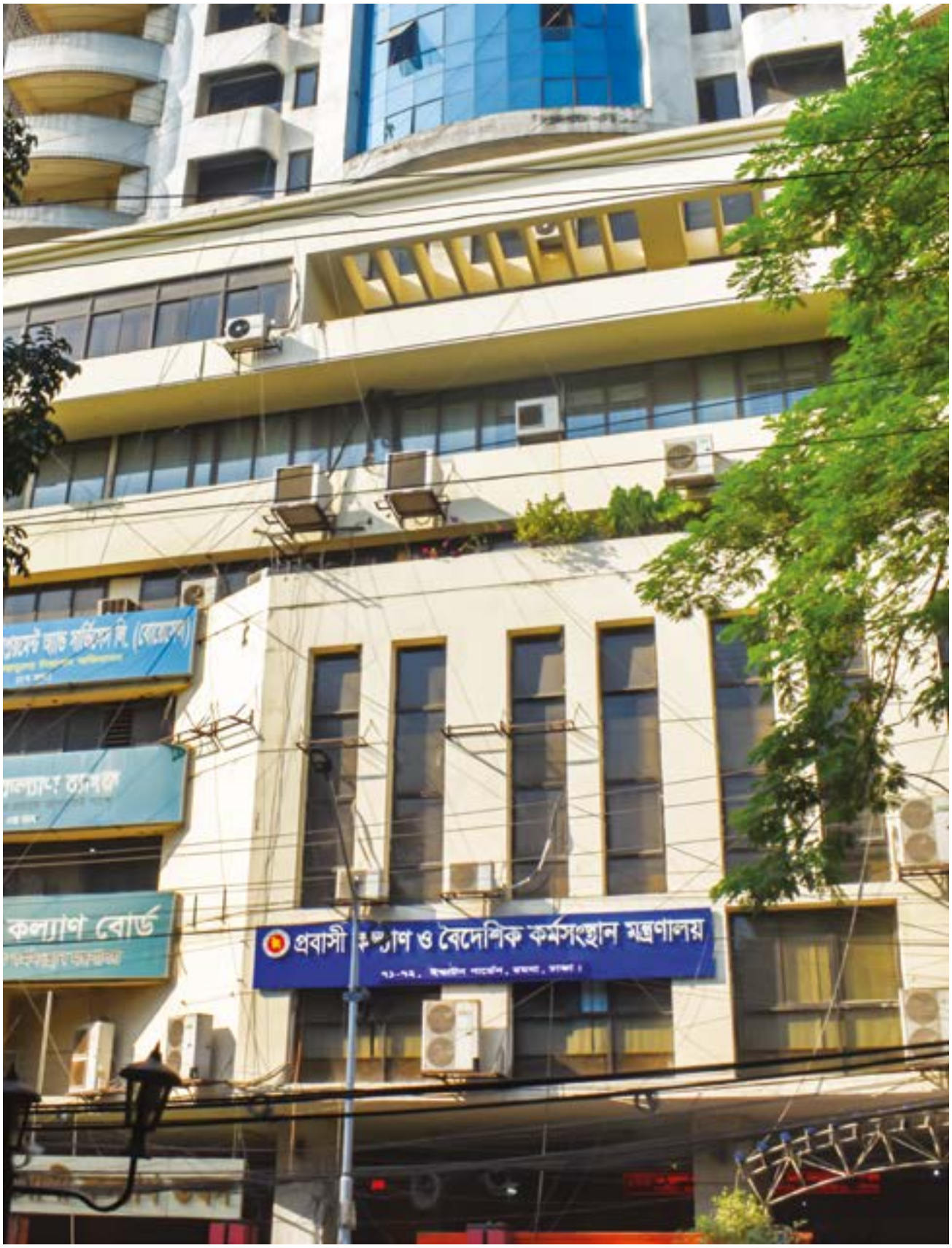
কল্যাণ বোর্ড
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

অধ্যায়-১

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশে কর্মসংস্থান শুধুমাত্র দেশের বেকারত্ব হ্রাসই করে না, একই সাথে বিদেশে কর্মরত প্রবাসীদের প্রেরণকৃত রেমিটেন্স দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখছে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও কর্মী প্রেরণ বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহের সাথে সমঝোতা সৃষ্টি হয়। তারই ধারাবাহিকতায় সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে বাংলাদেশি কর্মী গমন শুরু হয়। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে বাংলাদেশ সরকার ২০০১ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করে। এ মন্ত্রণালয় গঠনের উদ্দেশ্য হলো প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ। রেমিটেন্সের প্রবাহ বৃদ্ধি এবং দেশের সকল অঞ্চল হতে কর্মীদের বিদেশে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সকল অভিবাসী কর্মীর কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য এ মন্ত্রণালয় বিদেশস্থ ২৯ টি শ্রম কল্যাণ উইংসহ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা-জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET), ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপয়মেন্ট সার্ভিসেস লিঃ (BOESL) এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে নানাবিধ জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করে আসছে। এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্নমুখী কর্মতৎপরতার ফলে বিশ্বের ১৭৩ টি দেশে এ পর্যন্ত এক কোটি বিশ লক্ষের অধিক বাংলাদেশি কর্মী গমন করেছে। দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ায় একদিকে যেমন দেশের বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে, তেমনি প্রবাসীদের প্রেরিত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা দেশের আমদানি ব্যয় মেটানো, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।





ভিশন

প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

মিশন

প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ, নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ; নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান এবং বিদ্যমান শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ; মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা; অভিবাসন ব্যয় হ্রাসসহ অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা; দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রবাসীদের অধিক হারে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

লক্ষ্য

রূপকল্প-২০২১, টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় অধিক গতিশীলতা আনয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রণালয় হিসেবে উন্নীতকরণ।

মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী

- বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আগ্রহী বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য প্রচলিত শ্রমবাজার টিকিয়ে রাখাসহ নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ।
- বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি।
- আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন।
- এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যান্য দেশ ও সংস্থার সাথে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সম্পর্কিত বিষয়াদি।
- মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত বিষয় সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও নীতি প্রণয়ন/সংশোধন।
- মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএমইটি, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, বোয়েসেল এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং তত্ত্বাবধান।
- বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে শ্রম উইং-এর কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও তাদের প্রশাসনিক বিষয়াদি সম্পাদন।
- রিক্রুটমেন্ট এজেন্টসমূহের নিবন্ধন ও লাইসেন্স প্রদান এবং তাদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ ও বিনিয়োগে সহযোগিতা প্রদান।
- প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের রেমিটেন্স প্রেরণে সহায়তা প্রদান।
- বিদেশে নিয়োগকৃত কর্মী, নিয়োগকারী দেশ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংরক্ষণ।
- অভিবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ।
- প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে বাংলাদেশের সংস্কৃতি চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান।

মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রমকল্যাণ উইং ও দপ্তর/সংস্থাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শ্রম কল্যাণ উইংসমূহ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস/ হাইকমিশন/ কনস্যুলেট জেনারেলের নিম্নলিখিত ২৯টি শ্রম কল্যাণ উইংয়ের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সেবা প্রদান করা হয়ঃ

অঞ্চল	শ্রম কল্যাণ উইং
এশিয়া	আবুধাবী, দুবাই-সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, দোহা-কাতার, মাস্কাট-ওমান, রিয়াদ, জেদ্দা- সৌদি আরব, মানামা-বাহরাইন, কুয়ালালামপুর-মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, বন্দর সেরী বাগওয়ান-ব্রুনাই, বাগদাদ-ইরাক, আম্মান-জর্ডান, মালে-মালদ্বীপ, ব্যাংকক-থাইল্যান্ড, হংকং, বৈরুত-লেবানন।
আফ্রিকা	কায়রো-মিশর, ত্রিপলী-লিবিয়া, পোর্ট লুইস-মরিশাস, প্রিটোরিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
ইউরোপ	জেনেভা-সুইজারল্যান্ড, রোম, মিলান-ইতালি, এথেন্স-গ্রিস, মাদ্রিদ-স্পেন, মস্কো-রাশিয়া
অস্ট্রেলিয়া	ক্যানবেরা-অস্ট্রেলিয়া

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET)

দক্ষতা উন্নয়ন ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ব্যুরো সামগ্রিকভাবে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিদেশে কর্মী প্রেরণ শুরু করে। বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সাল থেকে রিক্রুটিং এজেন্টকে কর্মী প্রেরণের অনুমতি প্রদান করা হয় যার সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর উপর ন্যস্ত করা হয়। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত সকল ধরনের চাহিদার অনুকূলে ব্যুরো বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করে থাকে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন এ দপ্তরটি বাংলাদেশি দক্ষ ও অদক্ষ সকল শ্রেণির কর্মীর দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা, শ্রম বাজারের তথ্যাবলি সংগ্রহ ও গবেষণামূলক কার্যক্রম, আধুনিক বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিসহ প্রবাসীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনা ও প্রবাসী কর্মীদের জন্য কল্যাণমূলক কর্মকান্ডকে অধিকতর গতিশীল ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে সরকার ২০০১ সালে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় গঠন করে এবং জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোকে এ মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত করা হয়।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে ১৯৯০ সালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল গঠিত হয়। অত:পর ২০১৩ সালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড গঠন করা হয়। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০০২ অনুযায়ী একটি পরিচালনা বোর্ডের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮ পাসের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ বোর্ড গঠন করা হয়। আইন অনুসারে ১৬ সদস্যের একটি পরিচালনা পরিষদ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব পরিচালনা পরিষদের (বোর্ড) সভাপতি। সদস্য হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), বাংলাদেশ ওভারসিজ এম্প্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিঃ (বোয়েসেল), বাংলাদেশ ব্যাংক, বিদেশ প্রত্যাগত ০১ জন নারীসহ ০৩ জন কর্মী এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সি (বায়রা) প্রতিনিধি রয়েছে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে মহাপরিচালক পরিচালনা পরিষদের সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।





বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (BOESL)

স্বচ্ছতার সাথে দক্ষ কর্মীকে বিনা খরচে বা স্বল্পতম খরচে বিদেশে প্রেরণ ও সরকারি আনুকূল্যে জনশক্তি প্রেরণের ক্ষেত্রে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে বোয়েসেল প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে সরকারের ৫১% শেয়ার এবং বেসরকারি ৪৯% শেয়ার ধার্য করা হয়। অতি দ্রুততার সাথে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা মোতাবেক যোগ্য কর্মী প্রেরণ ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে বাংলাদেশের শ্রমিকদের স্বার্থ সমুন্নত রেখে বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সংখ্যার চেয়ে চাকরির নিরাপত্তা ও কর্মীদের গুণগত মানের উপর গুরুত্ব প্রদান করে বিদেশের শ্রম বাজারে বাংলাদেশ সরকারের সংস্থা হিসেবে জনশক্তি প্রেরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা বোয়েসেলের অন্যতম প্রধান কাজ।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

বিদেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশি কর্মক্ষম বেকার জনশক্তিকে সহায়তা প্রদান, প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ, প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে প্রত্যাগমনের পর কর্মসংস্থানের সহায়তা প্রদান এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত ও ব্যয়-সাশ্রয়ী পন্থায় সহজে রেমিটেন্স প্রেরণে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১২ অক্টোবর ২০১০ তারিখে জারিকৃত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৫ নং আইন) দ্বারা ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২০১১ সালের ২০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়। সৃষ্টিলগ্নে এই ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ছিল ১০০ (একশত) কোটি টাকা। বর্তমানে পরিশোধিত মূলধন ৪০০ (চারশত) কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে; তন্মধ্যে সরকার ২০ (বিশ) কোটি এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ৩৮০ (তিন শত আশি) কোটি টাকা প্রদান করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে তফসিলি বিশেষায়িত ব্যাংকরূপে তালিকাভুক্ত করেছে। তফসিলি ব্যাংকের সুবিধা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে শাখা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে এবং এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত ও ব্যয়-সাশ্রয়ী পন্থায় সহজে রেমিটেন্স আনয়নের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকের ৬৩ টি শাখা রয়েছে। ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪০৬.৫৯ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ ব্যাংকের আরও ১৯টি শাখা খোলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অধ্যায়-২

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়





অধ্যায়-২.১

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা-জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিঃ (বোয়েসেল), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এবং বিদেশস্থ ২৯ টি শ্রম কল্যাণ উইং নিয়ে একটি বিশেষায়িত মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করছে। বিদেশে কর্মী প্রেরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং প্রবাসীদের জন্য জনকল্যাণমূলক নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এই মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশন অনুযায়ী কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা, নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা এবং সরকারের রূপকল্প ২০২১ "মধ্য আয়ের দেশ" হতে রূপকল্প ২০৪১ "উন্নত দেশ" এ রূপান্তরের অদম্য অভিযাত্রায় সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় বিদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, নতুন শ্রমবাজার উন্মোচন, বাংলাদেশী কর্মীদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল তৈরি, স্বল্পব্যয়ে অধিকসংখ্যক দক্ষকর্মী প্রেরণ এবং নিরাপদ ও বৈধ অভিবাসন নিশ্চিতকল্পে অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠাসহ বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও এর মাধ্যমে প্রাপ্ত রেমিটেন্সের আয় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

২.১.১। বৈদেশিক কর্মসংস্থান

বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ১৭৩টি দেশে এক কোটি বিশ লক্ষের কিছু বেশী কর্মী কর্মরত রয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের অব্যাহত প্রচেষ্টায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬,৫৯,০৪৩ জন কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান নিয়োজিত হয়েছেন। তন্মধ্যে পুরুষ কর্মীর সংখ্যা ৫,৫১,৪৭৮ জন এবং মহিলা কর্মীর সংখ্যা ১,০৭,৫৬৫ জন। প্রচলিত শ্রমবাজারে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জাপান, ক্রোয়েশিয়া, বুরুন্ডি, বলিভিয়া, রোমানিয়া, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়ার সারওয়াক ও সেশেলস এ নতুন বাজার উন্মোচিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশভিত্তিক, জেলা ভিত্তিক এবং দক্ষতা ভিত্তিক কর্মী প্রেরণের পরিসংখ্যান ছিল নিম্নরূপঃ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে দেশ ভিত্তিক বৈদেশিক কর্মসংস্থান

দেশ	সৌদি আরব	মালেয়শিয়া	কাতার	ওমান	সিঙ্গাপুর	ইরাক	জর্ডান	কুয়েত	মালদ্বীপ	মরিশাস	লেবানন	ইউএই	ব্রুনাই	জাপান	কোরিয়া	অন্যান্য
নারী	২২৯৩৩১	৮৪১৯১	৬৯০৫৯	৬০১৮২	৪৫০৭৭	১৯৫২৭	৮৭৫	১২৮১৪	৮৬৪৮	৬৪৮৭	৩৯৪৯	৬১০	২৬৮৯	১৪৮	২০২৮	৫৯৯৬
পুরুষ	৭১৯৯৪	২০	৩৪৩৮	১২০৪০	১০৯	১১	১৪৩১৫	৪৫৭	৭	৭৪৫	১২৮২	২৭৬৩	১৪	২২	১৫	৩৭০
মোট	৩০১৩২৫	৮৪২১১	৭২৪৯৭	৭২২২২	৪৫১৮৬	১৯৫৩৮	১৫১৯০	১৩২৭১	৮৬৫৫	৭২৩২	৫২৩১	৩৩৭৩	২৭০৩	১৭০	২০৪৩	৬৩৬৬

২০১৮-১৯ অর্থবছরে জেলাভিত্তিক অভিবাসী কর্মীর সংখ্যা

জেলার নাম	বিদেশে গমণ	জেলার নাম	বিদেশে গমণ	জেলার নাম	বিদেশে গমণ	জেলার নাম	বিদেশে গমণ
কুমিলা	৬১০৪০	ফরিদপুর	১৪৯৯৬	নবাবগঞ্জ	৬১৮০	সাতক্ষীরা	২৯৬১
বাহ্মণবাড়িয়া	৩৯৯৭৭	মানিকগঞ্জ	১৪৭০৩	মেহেরপুর	৫৩৩১	পটুয়াখালী	২৯১৯
টাংগাইল	৩৭৭৭৮	সুনামগঞ্জ	১৪৩২০	রাজবাড়ী	৫২৯৩	জয়পুরহাট	২৫৮৯
চট্টগ্রাম	৩৩৪৩৫	মৌলভীবাজার	১৪১৪৫	সিরাজগঞ্জ	৫২০০	নড়াইল	২৫০০
ঢাকা	৩০৮৩৩	ফেনী	১৩৮১৭	ভোলা	৪৫৮১	ঝালকাঠি	২৪০৯
চাঁদপুর	২৩২২৩	বগুড়া	১১২৭৬	চুয়াডাঙ্গা	৪১১৫	কুড়িগ্রাম	২১৭৮
কিশোরগঞ্জ	২২৮৮৫	বরিশাল	৮৪৫৯	গাইবান্ধা	৩৯৭৫	রংপুর	২১৭১
নরসিংদী	২২৮৫৩	পাবনা	৭৭৭০	পিরোজপুর	৩৯৩৩	দিনাজপুর	২০৩৭
নোয়াখালী	২১৪৮৮	কক্সবাজার	৭৭৫৩	নেত্রকোণা	৩৬৬০	শেরপুর	১৫৩৭
ময়মনসিংহ	১৭৬৩৬	কুষ্টিয়া	৭৪৪৩	বরগুনা	৩৬৫২	নীলফামারী	১৪২৭
সিলেট	১৭৫৭২	ঝিনাইদহ	৭৪৩৭	রাজশাহী	৩৫৪১	ঠাকুরগাঁও	১৩৫৫
গাজীপুর	১৭১৬২	যশোর	৭৩২৪	নাটোর	৩৩৬৫	খাগড়াছড়ি	৭৪৫
হবিগঞ্জ	১৭০৩১	শরিয়তপুর	৭০৭২	মাগুরা	৩৩৫২	লালমনিরহাট	৬১৫
নারায়ণগঞ্জ	১৬৬৬২	নওগাঁ	৭০৫৫	গোপালগঞ্জ	৩২৫৮	পঞ্চগড়	৫৮০
মুন্সিগঞ্জ	১৫২৪৪	মাদারীপুর	৬৫১৯	খুলনা	৩২৪৪	রাঙ্গামাটি	৪০৬
লক্ষ্মীপুর	১৫১২১	জামালপুর	৬৪৭৭	বাগেরহাট	৩০৭৩	বান্দরবান	৩৫৫
						সর্বমোট=	**৬,৫৯,০৪৩**

উৎসঃ বিএমইটি

বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী প্রেরণ

অদক্ষ কর্মীর স্থলে অধিকহারে দক্ষ কর্মী প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থা বিএমইটির আওতাধীন ৬টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি, ৬৪টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি)

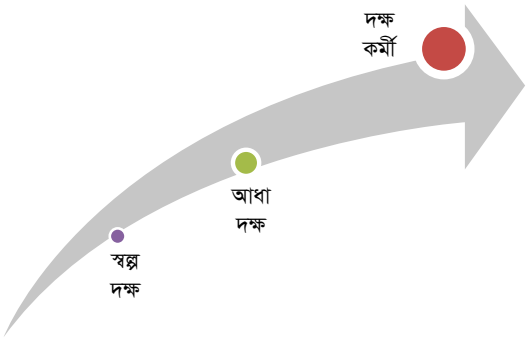

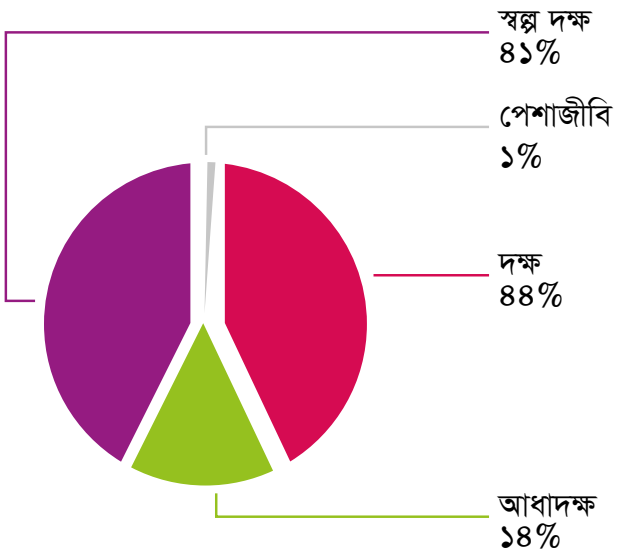

সহ মোট ৭০ টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান উপযোগী ৫৫ টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী তৈরীর জন্য কাজ করছে। টিটিসিগুলোর আধুনিকায়নসহ বিশ্বের চাহিদা ও মান অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কারিকুলামের মানন্নোয়ন এবং দক্ষতা সনদ আন্তর্জাতিকভবে স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। ফলে বিগত বছরসমূহে দক্ষ পেশায় বৈদেশিক কর্মসংস্থান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ২০৭৩ জন পেশাজীবী, ২৫২৮৬২ জন দক্ষ, ২৭০০৭ জন আধাদক্ষ এবং ৩৭৭১০২ জন স্বল্পদক্ষ কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে।

নারী কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও SDG লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে পুরুষ কর্মীদের পাশাপাশি নারীকর্মীদের নিরাপদ ও শোভন পেশায় বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১,০৭,৫৬২ জন নারীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান করা হয়েছে। গৃহকর্মী পেশায় সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে গমনেচ্ছু নারীদের নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হাউজ কিপিং কোর্সে ৩০ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। হাউজকিপিং এন্ড ক্যান্টনিজ ল্যাংগুয়েজ কোর্সে ০২ মাস মেয়াদী আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ নারীদেরকে হংকং ও ম্যাকাও এ প্রেরণ করা হচ্ছে। গৃহকর্ম পেশা ছাড়াও গার্মেন্টস ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারীগণ দেশীয় কর্মসংস্থানের পাশাপাশি জর্ডান, মরিশাসসহ বিভিন্ন দেশে গার্মেন্টসকর্মী হিসেবে গমনের সুযোগ পাচ্ছে।

এছাড়াও শোভন পেশা ও নতুন গন্তব্য দেশ উন্মোচনের অংশ হিসেবে হোটেল হাউজকিপিং, বিউটিফিকেশন কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং চীন ও জাপানে কেয়ারগিভার পেশায় নারীকর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। নারী অভিবাসন নিরাপদ ও সুরক্ষিত করার নিমিত্ত "নারী অভিবাসন সেল" স্থাপন করা হয়েছে।



জাপানে শোভন পেশায় গমনকৃত উৎফুল্ল বাংলাদেশের নারী কর্মীরা

২.১.২। রেমিটেন্স

প্রায় ০১ কোটি ১০ লক্ষ প্রবাসী বাংলাদেশির প্রেরিত রেমিটেন্স দেশের জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা রেখে আসছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরাপদ ও সুশৃংখল অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় ও অধিকহারে দক্ষ কর্মী প্রেরণে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করায় প্রতিবছর রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা বস্তবায়নে এবং বৈধ চ্যানেলে রেমিটেন্সের প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় হতে গত নভেম্বর ২০১৮ মাসে প্রবাসী কর্মীদের পাঠানো রেমিটেন্সের উপর প্রণোদনাসহ আরো কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর প্রেরণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেটে প্রবাসী কর্মীদের পাঠানো রেমিটেন্সের উপর ২% হারে প্রণোদনা প্রদানের জন্য ৩ হাজার ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সর্বোচ্চ রেকর্ড পরিমাণ ১৬.৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স পাওয়া গেছে যা পূর্বের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের তুলনায় ৯.৬১% বেশী। প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মী কর্তৃক রেমিটেন্স প্রেরণের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে বিদেশে মন্ত্রণালয়/ বিএমইটি/ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড/ শ্রম কল্যাণ উইংসমূহের উদ্যোগে বিভিন্ন কনফারেন্স, সেমিনার, উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পালন করা হয়। এ ধরনের অনুষ্ঠানসমূহে সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রেরণকারীদেরকে পুরস্কৃত করাসহ সরকার ঘোষিত ২% প্রণোদনা প্রদানের বিষয়ে অবহিত করা হয়।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে দেশ ভিত্তিক রেমিটেন্স (মিলিয়ন USD)

দেশ	সৌদি আরব	ইউএই	ইউএসএ	কুয়েত	মালয়েশিয়া	ইউকে	ওমান	কাতার	ইতালী	বাহরাইন	সিঙ্গাপুর	দঃ কোরিয়া	জাপান	হংকং	অন্যান্য	মোট
রেমিটেন্স	৩১১০	২৫৪০	১৮৪৩	১৪৬৩	১১৯৮	১১৭৬	১০৬৬	১০২৪	৭৫৮	৪৭০	৩৬৮	১১২	৫০	২০	১২২১	১৬.৪২ বিলিয়ন ইউ.এস ডলার

উৎসঃ বিএমইটি

২০১৮-১৯ অর্থবছরের মাস ভিত্তিক রেমিটেন্স প্রবাহ (টাকায়)

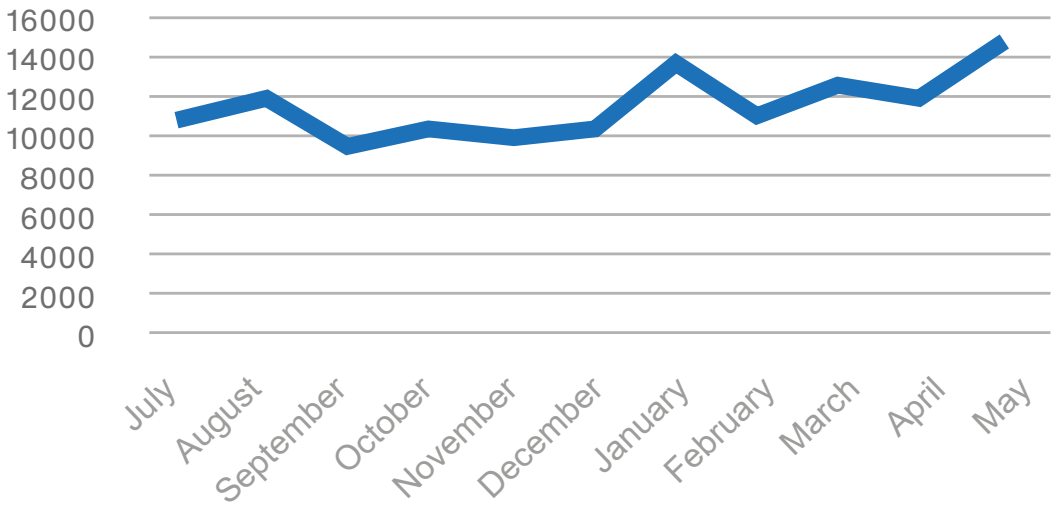

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক



সৌদি আরবে শ্রমবাজার সম্প্রসারণ এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নে নবদিগন্তের সূচনালগ্নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স হিজ রয়াল হাইনেস মোহাম্মদ বিন সালমানের বৈঠক

অধ্যায়-২.২

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য বিদ্যমান শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান

২.২.১। বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে:

- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের পরেই এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ইমরান আহমদ, এমপি সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া এবং ব্রুনাই সফর করে উক্ত দেশসমূহের সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে বাংলদেশী শ্রমবাজার সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেন।
- বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য মালয়েশিয়ার শ্রম বাজার উন্মুক্তকরণ ও মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত বাংলাদেশি কর্মীদের স্বার্থ-সংশিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী পর পর দু'বার মালয়েশিয়া সফর করেন এবং সেদেশের সংশিষ্ট মন্ত্রী ও নেতৃবর্গের সাথে আলোচনা করেছেন। এছাড়া, এ বিষয়ে দু'দেশের যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ (JWG)-এর তিনটি সভায় অর্থবহ আলোচনা হয়েছে। শীঘ্রই এ বিষয়ে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে মর্মে আশা করা যায়। মালয়েশিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে এসব আলোচনার পাশাপাশি মালয়েশিয়ার সারওয়াক প্রদেশে ইতোমধ্যেই কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে।
- পূর্ব আফ্রিকার দেশ সেশেলস্ এ বাংলাদেশি কর্মীর চাহিদা রয়েছে। এ লক্ষ্যে গত ১১-১৪ মার্চ ২০১৯ তারিখে সেশেলস্ হতে ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি সরকারি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করেন এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সাথে Agreement on Labour Cooperation (ALC) এর বিষয়ে দ্বি-পাক্ষিক সভায় মিলিত হন। এই খসড়া চুক্তিপত্র (ALC) টি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ ও পর্যালোচনাপূর্বক চূড়ান্ত করা হয়েছে। মন্ত্রিসভা বৈঠকে খসড়া চুক্তিপত্র (ALC) টি অনুমোদন সাপেক্ষে আগামী অক্টোবর ২০১৯ নাগাদ কর্মী প্রেরণের জন্য চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

- নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের জন্য বেশ কয়েকটি প্রতিনিধি দল বিসকেক (কিরগিস্থান), তুরিন (ইতালি), থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, আজারবাইজান, ম্যানিলা, চায়না, অস্ট্রেলিয়া, ফিজি, মালদোভা, মালয়েশিয়া, কুয়েত, সুইজারল্যান্ড, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার, দক্ষিণ কোরিয়া, নেপাল, তুরস্ক, মরক্কো, কম্বোডিয়া, সুইডেন, দুবাই, ওমান, রাশিয়া, ব্রুনাই, মালদ্বীপ, কানাডা, মিশর ইত্যাদি দেশ সফর করেছেন। এ সফরের অভিজ্ঞতা ও সুপারিশ অনুযায়ী বিদ্যমান শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও নতুন শ্রমবাজারে কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

- এছাড়াও, ইউরোপ, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, আফ্রিকার শ্রম বাজারে বাংলাদেশি কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, ক্রোয়েশিয়া, স্লোভেনিয়া, অস্ট্রিয়া, রুমানিয়া, সোমালিল্যান্ড, মৌরিতানিয়া, সারওয়াক (মালয়েশিয়া) দেশ সফরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রম অভিবাসনকে নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের স্বার্থে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের পক্ষে গন্তব্য দেশসমূহের সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে বিভিন্ন ধরনের চুক্তি যেমন-Memorandum of Understanding (MoU), Bilateral Agreement (BLA) ও Memorandum of Co-operation (MoC) সম্পাদন করে থাকে। এক্ষেত্রে লেবানন, মরিশাস, মালদ্বীপসহ বিভিন্ন দেশের সাথে চুক্তি প্রণয়নকল্পে দ্বিপাক্ষিক জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ নিয়মিত বৈঠক করে MOU চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আশা করা যায়, আগামী আগস্ট মাসে জাপানের সাথে গঙঈ এবং আগামী নভেম্বর' ২০১৯ এ মালেশিয়ার সাথে MOU চূড়ান্তকরণসহ নিয়োগ কার্যক্রম শুরু হবে।

- IM Japan এর সাথে বাংলাদেশ সরকারের সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী শূন্য অভিবাসন ব্যয়ে জাপানে টেকনিক্যাল ইন্টার্ণ গমন করেছে। ৪র্থ ব্যাচে ৩৯ জন, টেকনিক্যাল ইন্টার্ণ এবং Care Giver পেশায় প্রশিক্ষণরত ১৯ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়। তাদের মধ্যে ৮ জন টেকনিক্যাল ইন্টার্ণ এবং ৮ জন Care Giver পেশায় জাপান গমন করেছে। ৫ম ব্যাচে Construction পেশায় ৪০ জন এবং ২য় ব্যাচে Care Giver পেশায় ২৫ জন মহিলা টেকনিক্যাল ইন্টার্ণকে জাপানে প্রেরণের নিমিত্ত তাদেরকে ৪ মাস মেয়াদী Pre-Departure ট্রেনিং সম্পন্ন করে তারা আগস্ট ২০১৯ মাসে জাপান গমন করবে। ৬ষ্ঠ ব্যাচের ৪৫ জনের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ ও জাপান সরকারের মধ্যে স্পেশালাইজড স্কিলড ওয়ার্কার প্রেরণের জন্য MoC (Memorandom of Co-operation) স্বাক্ষরের প্রস্তুতিমূলক কাযক্রম গ্রহণ করা হয়েছে । এ MoC স্বাক্ষরিত হলে জাপানে স্পেশালাইজড স্কিলড ওয়ার্কার এর সেন্ডিং ৯ম (নবম) দেশ হিসেবে বাংলাদেশ স্বীকৃতি অর্জন করবে।



প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ইমরান আহমেদ এমপি ও মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মাঝে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার নিয়ে আলোচনা।

- চীনের উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উচ্চ মাথাপিছু আয়, মজুরী বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে সে দেশে ম্যানুফেকচারিং খাতে ভবিষ্যতে কর্মী প্রেরণের ব্যপক সম্ভাবনা রয়েছে। চীনের শ্রমবাজার অনুসন্ধানের জন্য বাংলাদেশ দূতাবাস, বেইজিং কর্তৃক কয়েকটি শহর সফর করে কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ীর সাথে আলোচনা করা হয়েছে। ভাষাগত দক্ষতা ও পরিবেশগত অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে চীনে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

অধ্যায়-২.৩

দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

২.৩.১। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ পরিসংখ্যান

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে বিএমইটির আওতাধীন ৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) ও ৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)সহ মোট ৭০টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৫৫টি কর্মসংস্থান উপযোগী বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	কোর্সের বিবরণ	উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
০১	দক্ষতা প্রশিক্ষণ	৫৭,২৬৮
০২	হাউজ কিপিং প্রশিক্ষণ কোর্স	৩৬,৮৯৭
০৩	প্রাক বহির্গমন প্রশিক্ষণ কোর্স	৫,২৬,৮৯৭
	মোট	**৬,২১,০৬২**

২.৩.২। যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

- World Bank এর অর্থায়নে পরিচালিত Skills and Training Enhancement Project (STEP) এর সহায়তায় ৩৯ টিটিটিসিতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান।
- Asian Development Bank এর অর্থায়নে পরিচালিত Skills for Emplozment Investment Program (SEIP)এর সহায়তায় বিকেটিটিসি, ঢাকায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান।
- European Union এর অর্থায়নে Skills-21 Program এর আওতায় টিটিসি সমূহের উন্নয়ন করা হচ্ছে।
- ১৪.০৭ সৌদি আরবের বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রী ড. মাজেদ বিন আব্দুল্লাহ আল কাসাবি এবং অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী মোহাম্মদ বিন মাজইয়াদ আলতুয়ারজরি এর নেতৃত্ব ৩২ সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধির দল বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে সৌদি প্রতিনিধি দল ৭ই মার্চ ২০১৯ তারিখ মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধির সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। উক্ত বৈঠকের ফলশ্রুতিতে সৌদি আরবস্থা AL MAML TRADIN EST কোম্পানীর সাথে ৭/৩/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এর একটি



সমঝোতা স্মারক MoU স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী AL MAML TRADIN EST কোম্পানী বিএমইটির অধীন "৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ

কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন সিঙ্গাইর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে Bio-Medical Engineering and Technologz ট্রেডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য Saudi-Bangladesh Institute of Bio-Medical Engineering and Technologz (SBIBMET)



স্থাপন করবে। এক্ষেত্রে সৌদি AL MAML TRADING EST কোম্পানী প্রাথমিকভাবে তিন মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে। এখান থেকে উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীরা সৌদি আরবসহ দেশ ও বিদেশে উচ্চ বেতন ও অধিকহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করবে।

২.৩.৩। শিল্প সম্পর্ক উন্নয়ন

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর অধীনে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী ও বাস্তবধর্মী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন রকম ওহফঁংঃৎু খরহশধমব কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে।

- Nanyang Polytechnic International (NPi) ও BMET'র মধ্যে Teaching Factory Concept এর আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদানে স্বাক্ষরিত MoU অনুযায়ী Academic প্রশিক্ষণ ও Industry Linkage স্থাপন এর মাধ্যমে দক্ষতা প্রশিক্ষণসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- আকিজ সিরামিকস লিঃ ও বিএমইটির যৌথ উদ্যোগে টাইলস ফিক্সিং এবং এশিয়ান পেইন্টস এর সাথে পেইন্টিং অকুপেশনে বাংলাদেশ কোরিয়া টিটিসি, ঢাকায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- LG Butterfly ও বিএমইটির মধ্যে স্বাক্ষরিত MoU অনুযায়ী বাংলাদেশ কোরিয়া টিটিসি ঢাকা ও চট্টগ্রামে উন্নত যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে একটি আধুনিক রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং ওয়ার্কশপ স্থাপন করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেডের প্রশিক্ষকদের সিঙ্গাপুরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.৩.৪। আন্তর্জাতিক সনদায়ন

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর অধীনে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এর গুণগতমান বৃদ্ধি করে আন্তর্জাতিক সনদায়নের জন্য বিভিন্ন রকম কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে :

- যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক সনদায়ন প্রতিষ্ঠান City & Guilds কর্তৃক ০৬টি টিটিসি এক্রেডিটেশন করা হয়েছে। এছাড়া Training & Further Education (TAFE), Australia, Scottish Quality Authority (SQA)-এর এফিলিয়েশন প্রাপ্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- BMET Jiangsu Maritime Institute (JMI),



China এর মধ্যে স্বাক্ষরিত গড়ট এর আওতায় আইএমটির ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে JMI, China তে স্কলারশীপের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষার্থীগণ ১ম বছর আইএমটিতে এবং পরবর্তী ৩বছর JMI, China তে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে JMI হতে সনদপ্রাপ্ত হবে এবং চীনসহ অন্যান্য দেশে জাহাজ শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে।

- আন্তর্জাতিক পর্যায়ে Mutual Recognition and Acceptance of Training Certificates এর

আওতায় অটোমোবাইল ট্রেডে On Job Training (OJT) হিসেবে South Korea তে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

২.৩.৫। শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএমইটির তত্ত্বাবধানে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ৩টি শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ দপ্তরের মাধ্যমে দেশের বড় ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ট্রেডে স্বল্পশিক্ষিত কর্মক্ষম যুবকদের শিক্ষানবিসি



হিসেবে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে নিয়োজিত করে হাতেকলমে বাস্তবমুখী ও পেশাভিত্তিক শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ফরমাল সেক্টরে ২০২০ জন এবং ইনফরমাল সেক্টরে ১৮৪৭ জন অর্থাৎ মোট ৩,৮৬৭ জনকে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.৩.৬। বিশেষ উদ্যোগ

- বেসরকারি প্রতিষ্ঠান Practical Action, Bangladesh এর সহায়তায় রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও লালমনিরহাট টিটিসিতে ২০১৭ সাল হতে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণদের প্রায় শতভাগ কর্মসংস্থান লাভ করছে।
- Social Development Foundation (SDF) এর আর্থিক সহায়তায় ময়মনসিংহ, বরিশাল ও সাতক্ষীরা টিটিসিতে এবং BRAC এর সহায়তায় নেত্রকোনা টিটিসিতে বিভিন্ন ট্রেডে আবাসিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া CARE, Bangladesh এর আর্থিক সহায়তায় আইএমটি, সিরাজগঞ্জে ৪টি ট্রেডে আবাসিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- সমাজের এতিম ও দুস্থ তরুণ-তরুণীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ২০১৮ সনে বিভিন্ন টিটিসিতে ১৯৭৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থান লাভে সহয়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ILO এর আর্থিক সহায়তায় ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের মাধ্যমে ঘঞ৪ঠছঋ অনুযায়ী ৮টি ট্রেডে কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ৪০ জন প্রশিক্ষককে ToT প্রদান করা হয়েছে।
- আইএটি/টিটিসিতে কর্মরত প্রশিক্ষকদের উন্নত প্রশিক্ষণদানের উদ্দেশ্যে আর্থিক সহায়তায় বিকে-টিটিসি ঢাকার অভ্যন্তরে স্থাপনের লক্ষ্যে নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বিকেটিটিসি ঢাকার একাডেমিক ভবনে এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে এর মাধ্যমে বিভিন্ন টিটিসির ১৩৭৯ জন প্রশিক্ষককে প্যাডাগজি প্রশিক্ষণ, ৬৯ জন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.৩.৭। মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ

বিএমইটির আওতাধীন ৬১টি টিটিসিতে মোটরড্রাইভিং উইথ বেসিক মেইনটেন্যান্স কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট ৭,২৩৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৫,৯৯৬ জন বিআরটিএ কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়েছে।

২.৩.৮। ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স

বিএমইটির আওতাধীন ৩২টি টিটিসিতে জাপানিজ, ২০ টি'তে কোরিয়ান, ১১টি'তে ইংরেজি, ২ টি'তে চায়নিজ ক্যান্টনিজ কোর্স ও হাউজকিপিং কোর্সে আরবি ভাষা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এতে ২০৪৮ জন জাপানিজ ভাষা, ১৮৯৯ জন কোরিয়ান ভাষা, ১৪৮১ জন ইংরেজি ভাষা, ৪৮ জন চায়নিজ ক্যান্টনিজ ভাষা ও হাউজকিপিং কোর্সে ৩৬,৮৯৭ জন আরবী ভাষা শিক্ষা লাভ করেছে।

২.৩.৯। নারী কর্মীদের জন্য শোভন ও আকর্ষণীয় পেশা

নারী কর্মীদের জন্য শোভন ও আকর্ষণীয় পেশা হিসাবে গার্মেন্টস ট্রেডে ৩৭ টিটিটিসিতে ০৬মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। গৃহকর্ম পেশায় নারী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য হাউজ কিপিং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল আপডেট করা হয়েছে। বিএমইটির আওতায় হাউজ কিপিং কোর্সে বর্তমানে ৪১ টিটিটিসির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.৩.১০। জেলা পর্যায়ে এতিম ও দুস্থ তরুণ-তরুণীদের বিশেষ ব্যবস্থা

জেলা পর্যায়ে এতিম ও দুস্থ তরুণ-তরুণীদের বিএমইটির আওতাধীন টিটিসির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে SEIP ও STEP প্রকল্পের অর্থায়নে কোর্স পরিচালনাকারী ৪০টি টিটিসিতে ১৭৯৩ জন এতিম ও দুস্থতরুণ/তরুণীদের ০৬ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৭৬১ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২.৩.১১। National Training and Vocational Qualification Framework (NTVQF) অনুযায়ী প্রশিক্ষণ

National Training and Vocational Qualification Framework (NTVQF) কারিকুলাম অনুযায়ী বর্তমানে বিভিন্ন ট্রেডে বাংলাদেশ কোরিয়া টিটিসি, ঢাকা ও চট্টগ্রামে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং প্রশিক্ষকদের বিভিন্ন লেভেল এসেসমেন্ট ও বিটিইবি'র আওতায় সার্টিফিকেশন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে City & Guilds এর আওতায় হাউজকিপিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে। NTVQF অনুযায়ী ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিএমইটি এর আওতাধীন পরিচালিত স্বল্পমেয়াদী কোর্সসমূহের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে NTVQF এর আওতায় ০৮টি ট্রেডে কারিকুলাম প্রস্তুত করা হয়েছে।

২.৩.১২। প্রশিক্ষকদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

Skills and Training Enhancement Project (STEP) এর সহায়তায় Guangzhou Industry and Trade Technician College (GZITTC), China বিভিন্ন ট্রেডের ৩৩৬ জন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। Skills for Employment Investment Program (SEIP) এর সহায়তায় Nanyang Polytechnic International (NYPI), Singapore এ বিভিন্ন ট্রেডের ৪২ জন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.৩.১৩। অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল

এই মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল নামে একটি তহবিল রয়েছে। এই দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলটি পৃথক একটি পরিচালনা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সীড মানি হিসেবে ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে প্রদত্ত ৭০ (সত্তর) কোটি ও ২০১০-১১ অর্থ-বছরে প্রদত্ত ৭০ (সত্তর) কোটিসহ সর্বমোট ১৪০ (একশত চলিশ কোটি) টাকা দিয়ে অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল গঠিত হয়। অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে বিদেশে শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন, বিদেশ থেকে প্রত্যাগত কর্মীদের পুনঃপ্রশিক্ষণ এবং বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন করার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ তহবিল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল পরিচালনা নীতিমালা, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত নীতিমালার অধীনে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব এর নেতৃত্বে বিএমইটি, অর্থ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এমপয়ার্স ফেডারেশন এবং বায়রা'র প্রতিনিধির সমন্বয়ে ৮(আট) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া এ পরিচালনা বোর্ডকে সার্বিক সহায়তা করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়সহ অর্থ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিএমইটি, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ-জার্মান টিটিসি, বিআইএমটি, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং বেসরকারি সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ এমপয়ার্স ফেডারেশন এর প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে গঠিত ১২ (বার) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা কমিটি রয়েছে।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের জন্য গঠিত অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল হতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন স্কিম/ কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণে ৩৩১ জন খন্ডকালীন প্রশিক্ষকের বেতন-ভাতা, যন্ত্রপাতি ক্রয় ও অন্যান্য খাতে মোট ১,৪৭১.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ট্রেডে ৫৬৪৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।





অধ্যায়-২.৪

অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে আইন/নীতিমালা/বিধিমালা/প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র প্রণয়ন

২.৪.১। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নিরাপদ, নিয়মিত, সুশৃঙ্খল ও দায়িত্বশীল অভিবাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন, সকল অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য শ্রম অভিবাসন কার্যক্রমে আন্ত:মন্ত্রণালয় সহযোগিতা অপরিহার্য। বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬ এর পরিশিষ্ট-১ (ক) এর আলোকে 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মস্থান বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি' গঠন করে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সভাপতি এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সহ-সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন। এছাড়াও সংশিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আরো ১২ জন মন্ত্রী ও ১৯ জন সচিব জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এক্ষেত্রে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভা আয়োজনের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে তিনটি প্রস্তুতিমূলক সভা এবং একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আগস্ট ২০১৯ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হবে।

২.৪.২। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতিমালা ২০১৬ বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতিমালা ২০১৬-এ নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদা নিয়ে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১১টি নীতি-নির্দেশনা, অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য ১৪টি নীতি-নির্দেশনা, শ্রম অভিবাসনকে জাতীয় উন্নয়নে গভীরভাবে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ১৫টি নীতি-নির্দেশনা এবং দক্ষ ও অন্তর্ভূক্তিমূলক পরিচালন-কাঠামো প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৩টি নীতি-নির্দেশনা রয়েছে। এ সকল নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য এ বছর সকল অংশীজনের পরামর্শ গ্রহণ করে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনায় প্রতিটি নির্দেশনার বিপরীতে কার্যক্রম উলেখ করে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি কার্যক্রমকে সময়াবদ্ধ করে এর পরিবীক্ষণের নির্দেশিকা চিহ্নিত করা হয়েছে।

২.৪.৩। প্রবাসী কর্মী বীমা নীতিমালা

বিদেশগামী প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের বাধ্যতামূলক বীমা সুবিধার আওতায় আনয়নের জন্য "প্রবাসী কর্মী বীমা নীতিমালা ও বীমা

পরিকল্প" এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

২.৪.৪। জাতীয় শ্রম অভিবাসন ফোরাম গঠন

শ্রম অভিবাসনকে নিরাপদ ও নিয়মিত করার লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতিমালা ২০১৬ এর পরিশিষ্ট-১ (খ) অনুসরণে মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে সভাপতি করে জাতীয় শ্রম অভিবাসন ফোরাম গঠন করা হয়েছে। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে সরকার, এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী, গবেষক ও সুশীল সমাজের সমন্বয়ে ৬০ সদস্যের জাতীয় অভিবাসী ফোরামের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সদস্যগণ অভিবাসন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে বিভিন্ন পরামর্শ দেন। এর মধ্যে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ এর প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জন, চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ কর্মী প্রেরণ, বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণে অভিবাসী কর্মীদের উদ্বুদ্ধকরণ, শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী টিটিসিসমূহের কারিকুলাম সময়োপযোগীকরণ, বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহ মনিটরিং ইত্যাদি উলেখযোগ্য। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বিভিন্ন কার্যক্রম বর্তমানে অব্যাহত রয়েছে।

২.৪.৫। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন ২০১৮

২৯.০৭.২০১৮ তারিখে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন ২০১৮ এর প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও সনদের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রবাসী ও তাদের উপর নির্ভরশীলদের সুরক্ষা ও কল্যাণ সাধনে এ আইনের আওতায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড গঠন করা হয়েছে। বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

২.৪.৬। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড (কর্মচারী চাকুরি) প্রবিধানমালা, ২০১৯

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড (কর্মচারী চাকুরি) প্রবিধানমালা, ২০১৯ এর খসড়া লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ভেটিং এর অপেক্ষায় আছে।

২.৪.৭ । বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও আচরণ) বিধিমালা ২০১৯ এর খসড়া প্রণয়ন

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও আচরণ) বিধিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে সকল অংশীজনের মতামত নিয়ে একটি খসড়া বিধিমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে খসড়া বিধিমালাটি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর অপেক্ষায় আছে।

২.৪.৮। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ হালনাগাদ করণ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬ এর আলোকে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ পর্যালোচনা ও বিশেষণ করে তা হালনাগাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। আইনটির সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজনের প্রয়োজনে সংশিষ্ট অংশীজনদের মতামত নেয়া হয়েছে। আইনটি হালনাগাদ করে খসড়া আইন প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

২.৪.৯। CIP সম্মাননা প্রদান নীতিমালা

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি তথা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রিক্রুটিং এজেন্টদের মধ্য হতে গুরুত্বপূর্ণ রিক্রুটিং এজেন্টগণকে CIP (Commercially Important Person) সম্মাননা প্রদানের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে।

২.৪.১০। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল এর জেন্ডার স্ট্রাটেজি ও কর্মপরিকল্পনা

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল এর জেন্ডার স্ট্রাটেজি ও কর্মপরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

২.৪.১১। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার অধীন এই মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.৪.১২। বিএমইটি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য বদলি নীতিমালা প্রণয়ন :

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও এর আওতাধীন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসসমূহের নন-ক্যাডার গেজেটেড ও নন-গেজেটেড কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য বদলি নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।

অধ্যায়-২.৫

গবেষণা ও সমীক্ষা

শ্রমবাজার গবেষণা একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ মন্ত্রণালয়ের চারটি কৌশলগত উদ্দেশ্যের অন্যতম হচ্ছে বৈদেশিক কর্মসংস্থান এর নতুন নতুন ক্ষেত্র ও স্থান চিহ্নিত করা। এজন্য নতুন, পুরাতন ও অপ্রচলিত শ্রমবাজার সংক্রান্ত গবেষণা এবং বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের ডাটাবেইজ প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও হালনাগাদ নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে। শ্রমবাজার সংশিষ্ট দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ পেশাভিত্তিক কর্মীর চাহিদা বিষয়ক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য কয়েকটি উলেখযোগ্য গবেষণা সম্পর্কে নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

২.৫.১। বিশ্বের ৫৩টি দেশের বিদ্যমান শ্রমবাজার ও ৩টি নতুন শ্রমবাজার ভিত্তিক গবেষণা

পেশাদার ও দক্ষ কর্মীদের কর্মসংস্হানের সুযোগ রয়েছে এমন দেশসমূহকে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে বিশ্বের ৫৩টি দেশের উপর শ্রম গবেষণা সমীক্ষা করা হয়েছে। সমীক্ষাটির শিরোনাম- 'আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের কর্মসংস্থানের চাহিদা বিশেষণ'। এ সমীক্ষাতে শ্রম অভিবাসনে সংশিষ্ট দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধা-অসুবিধা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক খাতসমূহ চিহ্নিত করে সেজন্য পেশা ও দক্ষতার সুপারিশ করা হয়েছে। সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণের কাজ শুরু করেছে।

বর্তমানে তাজিকিস্থান, গায়না ও কেনিয়ায় নতুন শ্রমবাজার অন্বেষণে 'Labour market research for international migration' গবেষণা সমীক্ষার কাজ চলছে। আইওএম এতে সহায়তা প্রদান করছে। এ গবেষণার অধীনে দেশসমূহের অভিবাসন সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ চাকুরীদাতা, অভিবাসন সংশ্লিষ্ট স্থানীয় এনজিও ও বাংলাদেশী অভিবাসীদের সাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে নতুন শ্রমবাজারে বাংলাদেশের সম্ভাবনা যাচাই করা হচ্ছে। একইসাথে সংশিষ্টদের কাছে বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাসহ বাংলাদেশী কর্মীদের দক্ষতা সম্পর্কে তুলে ধরা হচ্ছে।

২.৫.২। অভিবাসন ব্যবস্থাপনা কাঠামো শক্তিশালীকরণ গবেষণা সমীক্ষা

শ্রম ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে 'Strengthening the organizational mechanism for an effective migration management in Bangladesh' গবেষণা সমীক্ষা বর্তমানে চলমান রয়েছে। এ গবেষণা সমাপ্তির পর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে।

২.৫.৩। বিদেশ প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীভিত্তিক গবেষণা সমীক্ষা

প্রতি বছর অনেক অভিবাসী কর্মী দেশে ফিরে এলেও এদের পরিস্থিতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে পূর্নাঙ্গ তথ্যাদির ঘাটতি রয়েছে। এজন্য বিদেশ প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের সম্পর্কে ধারণা পেতে 'Profiling of returnee migrants and avenues of greater utilization of their skills and knowledge' গবেষণা সমীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে। গবেষণা সমীক্ষাটি প্রকাশিত হলে প্রত্যাগত অভিবাসী সম্পর্কে তথ্যাদি পর্যালোচনা করে তাঁদের জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।



‘৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ’- শীর্ষক প্রকল্পের নবনির্মিত একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

অধ্যায়-২.৬

উন্নয়ন প্রকল্প

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগের মাধ্যমে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে থাকে। এছাড়া আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন (আইওএম) নামক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রকল্পসমূহের অনুমোদন কার্যক্রমও সম্পাদিত হয়ে থাকে। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও স্বল্প মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়ন করা হয়।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ২০১৯-২০ অর্থ বছরের উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)’তে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক ৫টি ও মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব একটি (আইএলও কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন) প্রকল্পসহ মোট ০৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। তন্মাধ্যে ৪টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প রয়েছে। উক্ত ০৬টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৮২ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দের মধ্যে জিওবি অর্থের পরিমাণ ২২৭ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ৫৫ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৩.১১.২০১৪ তারিখে এ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে তৃণমূল পর্যায়ে দক্ষতা প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া ৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় অভিবাসনে পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোতে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) স্থাপন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী তৈরীর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা প্রদান করা হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী প্রতি উপজেলা থেকে প্রতিবছর গড়ে এক হাজার দক্ষ কর্মী বিদেশ প্রেরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।
- উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয় তার অধীনস্থ সংস্থা জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)’র মাধ্যমে সারাদেশের প্রতিটি উপজেলায় পর্যায়ক্রমে একটি টিটিসি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতাই এ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে মূলত স্থানীয় ও বৈদেশিক শ্রমবাজারে চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে। এ

লক্ষ্যে মোট ১৩৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৬ থেকে জুন ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য "৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে একটি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন"- শীর্ষক প্রকেল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে। উলেখ্য, সারাদেশে বিদ্যমান ৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) এবং ৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি)'র মাধ্যমে যথাক্রমে দুই বছর মেয়াদী এস.এস.সি. ভোকেশনাল কোর্স, চার বছর মেয়াদী মেরিন ও শিপবিল্ডিং ডিপোমা কোর্স এবং তিন ও ছয় মাস মেয়াদী আরো ৫০টির অধিক শর্ট কোর্সে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

পরবর্তীতে 'উপজেলা পর্যায়ে ৬০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ'- শীর্ষক প্রকল্পটি প্রণয়ন ও অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া জুলাই, ২০১৯ জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য 'জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অধীন ০৮টি বিভাগীয় ও ৬৪টি জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস নির্মাণ'- শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পটির মাধ্যমে চাকুরী প্রার্থীদের নিজ নিজ জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিসে তালিকাভুক্ত করা হবে, দক্ষতা উন্নয়নে তাদেরকে তথ্য প্রযুক্তি ও অন্যান্য টেকনিক্যাল বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হবে এবং অভিবাসী কর্মীদের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করা হবে। এছাড়া প্রকল্পটির মাধ্যমে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মী ও প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের পুনরায় বিদেশ গমনে বৈধ, নিরাপদ ও সঠিক পথ সম্পর্কে অবহিত করা হবে এবং বিদেশগামী কর্মীদের নিবন্ধন, ফিঙ্গারপ্রিন্ট গ্রহণ ও স্মার্টকার্ড প্রদানের মাধ্যমে বিদেশ গমনে সহায়তা প্রদান করা হবে।

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের ধরণ	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ			২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জুন ২০১৯ পর্যন্ত অবমুক্তি			২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়			অগ্রগতির শতকরা হার	
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	বরাদ্দের বিপরীতে	অবমুক্তির বিপরীতে
বিনিয়োগ	৬টি	২৬৪৭৪.০০	২৬১৭৪.০০	৩০০.০০	২৬৪৭৪.০০	২৬১৭৪.০০	৩০০.০০	২২২৯২.০৩	২২২৫০.০৩	৪২.০০	৮৪.২০%	১০০%
কারিগরি সহায়তা	২টি	৩৬১৪.০০	১০১৬.০০	২৫৯৮.০০	৩৫৮৯.৫১	১০১৬.০০	২৫৭৩.৫১	৪০৮৬.৯১	৭৯৭.৪০	৩২৮৯.৫১	১১৩.০৮%	৯৯.৩২%
মোট	**৮টি**	**৩০০৮৮.০০**	**২৭১৯০.০০**	**২৮৯৮.০০**	**৩০০৬৩.৫১**	**২৭১৯০.০০**	**২৮৭৩.৫১**	**২৬৩৭৮.৯৪**	**২৩০৪৭.৪৩**	**৩৩৩১.৫১**	**৮৭.৬৭%**	**৯৯.৯১%**

জুন ২০১৯ পর্যন্ত জাতীয় গড় অগ্রগতি:

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন-কাল ও মোট অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (প্রঃসাঃ)	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্তি টাকা (প্রঃসাঃ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম
১	২	৩	৪	৫	৬
	বিনিয়োগ প্রকল্প				
১	বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত) মেয়াদকাল: জুলাই ২০১০ জুন ২০১৯ প্রকল্প ব্যয়: ২৪৪১৮.৩৩	দেশের বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ (কারিগরি ও ভোকেশনাল) প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৭টি জেলায় ২৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) স্থাপন।	১২০০.০০ (-)	১২০০.০০ (-)	৯৬০.০০ (৮০.০০%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন-কাল ও মোট অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (প্রঃসাঃ)	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্তি টাকা (প্রঃসাঃ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম
২	ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম (৭ম পর্যায়, ১ম সংশোধিত) মেয়াদকাল: জুলাই ২০১২-জুন ২০২০ প্রকল্প ব্যয়: ৪৮৪৮.০০	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে নিয়োজিত বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত টিটিসি এবং আইএমটি প্রশিক্ষণার্থীদেরকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর এবং তাদের ঝরে যাওয়া রোধকল্পে নিয়মিত বৃত্তি প্রদান করা।	১২০০.০০ (-)	১২০০.০০ (-)	১১৯২.৯৪ (৯৯.৪১%)
৩	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (নারায়নগঞ্জ)'র সংস্কার ও আধুনিকায়ন মেয়াদকাল: জানুয়ারি ২০১৪-জুন ২০১৯ প্রকল্প ব্যয়: ৫৫৪৭.৭৮	বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একাডেমিক ভবন, ওয়ার্কশপ, আবাসিক ভবনসমূহের সংস্কার সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য আসবাবপত্র ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন ও প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান।	১৬২১.০০ (-)	১৬২১.০০ (-)	১৫৫৪.৬৪ (৯৫.৯১%)
৪	৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে একটি আইএমটি স্থাপন মেয়াদকাল: জানুয়ারি ২০১৬- জুন ২০২০ প্রকল্প ব্যয়: ১৩৩১২৯.০০	দেশের বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ (কারিগরি ও ভোকেশনাল) প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৪০টি জেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) স্থাপন।	২১৯২৩.০০ (-)	২১৯২৩.০০ (-)	১৮৪৮৩.০০ (৮৪.৩১%)
৫	ঢাকা কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন মেয়াদকাল: জুলাই ২০১৬- জুন ২০২০ প্রকল্প ব্যয়: ৮৬০০.০০ (প্রঃসাঃ ৬৬৪০.০০)	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহের প্রশিক্ষকদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	৫০০.০০ (৩০০)	৫০০.০০ (৩০০.০০)	৭৩.৯৪ (৪২.০০) (১৪.৭৯%)
৬	ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনাস্থ শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ দপ্তরসমূহের সংস্কার ও আধুনিকায়ন মেয়াদকাল: জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০২১ প্রকল্প ব্যয়: ১৯০১.৬২	শিল্প-কারখানা ভিত্তিক যুগোপযোগী এবং উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।	৩০.০০ (-)	৩০.০০ (-)	২৭.৫১ (৯১.৭০%)
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প				
৭	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প: ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম অব টিটিসি, রাজশাহী মেয়াদকাল: জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৯ প্রকল্প ব্যয়: ৮৭১১.০০ (প্রঃসাঃ-৬৬৩০.০০)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম	২৭০০.০০ (১৬৯০.০০)	২৭০০.০০ (১৬৯০.০০)	৩১৯৭.৪০ ১১৮.৪২%)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন-কাল ও মোট অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (প্রঃসাঃ)	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবমুক্তি টাকা (প্রঃসাঃ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম
৮	এ্যাপিকেশন অব মাইগ্রেশন পলিসি ফর ডিসেন্ট ওয়ার্ক অব মাইগ্রান্ট ওয়ার্কার্স মেয়াদকাল: (এপ্রিল ২০১৬-মার্চ ২০২১) প্রকল্প ব্যয়: ৫৮৩২.৪৩ (প্রঃসাঃ-৫৮০২.৪৩)	অভিবাসী নারী ও পুরুষকর্মীদের নিরাপদ অভিবাসন ও শোভন কাজের সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করা।	৯১৪.০০ (৯০৮.০০)	৮৮৯.৫১ (৮৮৩.৫১)	৮৮৯.৫১ (৯৭.৩২%)
		সর্বমোট	**৩০০৮৮.০০ (২৮৯৮.০০)**	**৩০০৬৩.৫১ (২৮৭৩.৫১)**	**২৬৩৭৮.৯৪ (৩৩৩১.৫১) (৮৭.৬৭%)**



নির্মাণাধীন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

অধ্যায়-২.৭

নিরাপদ, সুষ্ঠু, দায়িত্বশীল ও নিয়মিত অভিবাসন

২.৭.১। ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF) ও ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা

নিরাপদ অভিবাসন ও মানব পাচাররোধকল্পে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, র‍্যাব, ইমিগ্রেশন পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি, কোস্টগার্ড, বিজিবি, এনএসআই, বায়রা ইত্যাদি) গঠিত ২৩ সদস্য বিশিষ্ট ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF) অনিয়মতান্ত্রিক অভিবাসনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছে। মানবপাচার/ অবৈধ অভিবাসন/ অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রচার/অতিরিক্ত অর্থ আদায়সহ বিভিন্ন অনিয়মের বিরুদ্ধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মেবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ১০ জন কর্তকর্তাকে ১১টি আইনের অধীনে ক্ষমতা প্রদান করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অবৈধ অভিবাসন রোধকল্পে ২০১৮-২০১৯ সালে মোট ১৮টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। এতে প্রয়োজনীয় দন্ড প্রদান করা হয়েছে। ৬টি ওভারসীজ ট্রেনিং সেন্টারের (OTC) এনওসি নবায়ন ও কার্যক্রম পরিদর্শনের মাধ্যমে তদারকি করা হয়। সিঙ্গাপুরসহ সকল গন্তব্যে জনশক্তি রপ্তানি নিরাপদ এবং নিয়মিত রাখার জন্য শ্রম কল্যাণ উইং হতে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭ এর ৮ এর ২ (ছ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চাহিদাপত্র যাচাই করা হচ্ছে।

২.৭.২। অভিযোগ ব্যবস্থাপনা

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) তে দাখিলকৃত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য একটি "অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল" গঠন করা হয়েছে। বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সির নিকট হতে প্রতারিত কর্মীদেরকে ২,২৩,৯৪,৪২৮ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেয়া হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৫৯৭ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়।

২.৭.৩। সচেতনতামূলক কার্যক্রম

দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য প্রতিরোধ, নিরাপদ ও বৈধ অভিবাসন নিশ্চিতকল্পে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালি, আলোচনাসভা, চিত্রাঙ্কন, রচনা ও বিতর্ক প্রতযোগিতা, উন্নয়ন মেলা





আয়োজন, অভিবাসন সংক্রান্ত পুস্তিকা বিতরণ, প্রস্তুতকৃত টিভিসি (TVC) সমূহ ব্যাপক প্রচার, সদর দপ্তরের ও মাঠ পর্যায়ের স্থানীয় পত্রিকা এবং স্থানীয় স্যাটেলাইট টিভি স্ক্রলে বিজ্ঞপ্তি ও রেডিওতে প্রচার-প্রচারণা, প্রশিক্ষণ বুকলেট/লিফলেট/পোস্টার আপডেট ও বিতরণ করা, বিএমইটি'র ওয়েবসাইট এবং ফেসবুক পেজ আপডেটেড রাখা, প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীদের সহায়তা প্রদান, ডেটা ব্যাংক উদ্বোধন ও পরীক্ষামূলকভাবে এর কার্যক্রম শুরু করাসহ প্রতিবছর ১৮ ডিসেম্বর দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উদযাপনের মাধ্যমে জনসাধারণকে বিদেশে কর্মসংস্থান এবং নিরাপদ অভিবাসনে অবহিতকরণ কর্মসূচি চলমান রয়েছে "দক্ষতা অর্জনই নিরাপদ অভিবাসনের একমাত্র উপায়"- এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশব্যাপী সেমিনার আয়োজন করছে। জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের সার্বিক সহোযোগিতায় ইতোমধ্যে সেমিনার শুরু হয়েছে যা অব্যাহত থাকবে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত দেশের ৪৩ জেলায় ইতোমধ্যে উক্ত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।





অভিবাসন বিষয়ক জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ইমরান আহমদ এমপি নিরাপদ অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়নে তৃণমূল পর্যায়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখার আহবান জানিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানবৃন্দকে আধা-সরকারী পত্র (ডিও লেটার) প্রেরণ করেছেন যা তৃণমুল পর্যায়ে অভিবাসন বিষয়ক নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে গতির সঞ্চার করেছে।

২.৭.৩। প্রতি বছর দেশে প্রায় ২০ (বিশ) লাখ নতুন মুখ দেশের শ্রম শক্তিতে যুক্ত হচ্ছেন। এদের অনেকেই দেশের অভ্যন্তরীণ শ্রম বাজারে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণ করছেন আবার এদের অনেকের অভ্যন্তরীণ শ্রম বাজারে কর্মসংস্থানের গ্রহণ সম্ভব হয়না। কিন্তু নতুন যুক্ত হওয়া যুব শ্রেণির অধিকাংশেরই কারিগরি দক্ষতার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) ও আইএমটি'র মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিন্তু এসব কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (টিটিসি) শহর ও পল্লী এলাকার যুব শ্রেণির অংশগ্রহণের কিছু পার্থক্য দেখা যায়। অপরদিকে শহর অঞ্চলের অনেক তরুণ-তরুণী তথ্য না পাওয়ার কারণে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নিতে পারেননা। তাই, শহর ও পল্লী এলাকার কর্মক্ষম বেকার ও অদক্ষ সকল তরুন-তরুণী যেন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষ হতে পারেন সেজন্য এসব কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে শহর ও পল্লী এলাকায় প্রচরণা চালানো হচ্ছে। এরফলে প্রত্যেক কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শহর ও পল্লী এলাকার



প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণের আনুপাতিক পার্থক্য কমে আসছে।

২.৭.৪। বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের নিবন্ধনের নিমিত্ত একটি পেশাভিত্তিক ও সমন্বিত ডাটাব্যাংক চালু

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের একটি সমন্বিত ও পেশাভিত্তিক ডাটা ব্যাংক তৈরির নিমিত্ত আইআইসিটি বিভাগ, বুয়েট কর্তৃক একটি আপডেটেড ও অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম সম্বলিত ডাটাবেজ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কাজ চলমান রয়েছে। আগামী আগস্ট/২০১৯ হতে প্রাথমিকভাবে ঢাকা জেলার ডিএমইও ও টিটিসি সমূহের মাধ্যমে বিদেশ গমনেচ্ছু ও বিদেশগামী কর্মীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম চালু করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে অনলাইন ডাটাবেজ রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সকল ডিইএমও, ইউনিয়ন পর্যায়ের ইউডিসি সমূহ হতে এবং ব্যক্তি পর্যায়ে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্নের পরিকল্পনা রয়েছে।

২.৭.৫। মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন ব্যুরো/দপ্তর/সংস্থার রিট মামলাসহ অন্যান্য সকল মামলা সঠিকভাবে ব্যবস্থপনা ও মনিটরিং করা হচ্ছে। এর ফলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৭টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। তন্মধ্যে চাকুরী সংক্রান্ত ৬টি এবং সিঙ্গাপুরগামী কর্মীদের জন্য নির্মিতব্য ওয়েব সাইট সংক্রান্ত একটি রিট মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। নিষ্পত্তিকৃত মামলার মধ্যে একটি মামলা সরকারপক্ষে রায় পাওয়া গিয়েছে। মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার বিভিন্ন ধরনের মোট ১৮৪ টি মামলা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে: রিট পিটিশন, সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল, ফৌজদারী, দেওয়ানী, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, শ্রম আদালত, বিভাগীয় মামলা ও অভিবাসী আইন মামলা। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিবকে সম্পৃক্ত করে দায়েরকৃত মামলা ও রিট পিটিশন মামলাসমূহ সরকারি কৌসুলির পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের নিয়োগকৃত প্যানেল আইনজীবীর মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে। যার ফলে মামলাগুলো তদারকি ও দ্রুত নিষ্পত্তিতে সুফল পাওয়া যাচ্ছে। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলাসমূহের জবাব তৈরী এবং সরকারি কৌসুলী ও প্যানেল আইনজীবীর সংগে যথ ানিয়মে ও যথাসময়ে যোগাযোগক্রমে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। আপিলেট ডিভিশন ও চেম্বার জজ আদালতে মামলাসমূহের বিষয়ে সলিসিটর অফিস, অ্যাটর্নি জেনারেল অব বাংলাদেশ এবং সরকার পক্ষে নিয়োজিত আইনজীবীদের বরাবর চাহিদামত রেকর্ড সরবরাহ করা হয়।

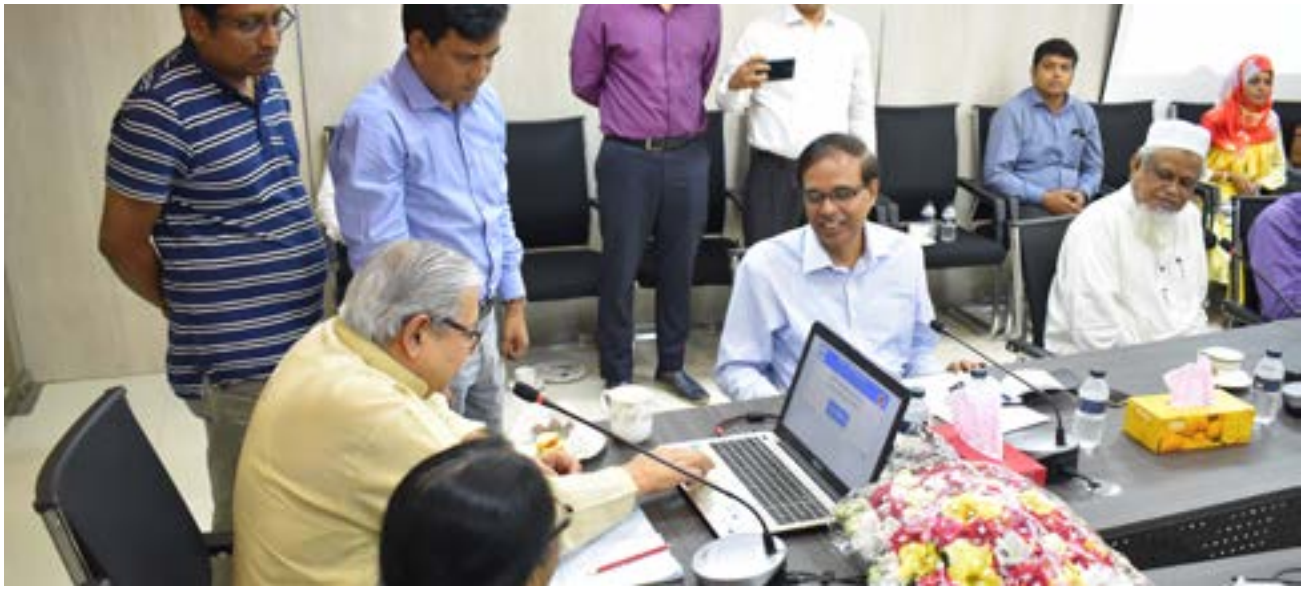

অধ্যায়-২.৮

কর্মপরিকল্পনা/কর্মকৌশল বাস্তবায়ন: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত

২.৮.১। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) বাস্তবায়ন

এসডিজি এর ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্য এবং অন্তর্গত ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা ও ২৩২টি নির্দেশকের মধ্যে এসডিজি অভীষ্ট ১০ এর লক্ষ্যমাত্রা ১০.৭ বাস্তবায়নে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় লীড মন্ত্রণালয় হিসাবে কাজ করছে।

- লীড হিসাবে এ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট -১০: অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা (Reduce inequality within and among Countries) এর লক্ষ্যমাত্রা ১০.৭ হলো: পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু অভিবাসন নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং অপরাপর উদ্যোগ গ্রহণ করে সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল উপায়ে জনগণের অভিবাসন ও যাতায়াত সহজতর করা (Facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, including through the implementation of planned and well managed migration policies.)।
- এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট নির্দেশকসমূহ হলোঃ নির্দেশক-১০.৭.১ গন্তব্য দেশে অর্জিত বার্ষিক আয়ের অংশ হিসেবে কর্মচারী কর্তৃক ব্যয়কৃত নিয়োগ খরচ এবং নির্দেশক-১০.৭.২ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অভিবাসন নীতিমালার বাস্তবায়ন (Number of countries that have implemented well-managed migration policies)। এ লক্ষ্যমাত্রা এবং নির্দেশকসমূহ বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে:
    - সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল অভিবাসন নিশ্চিতকরণ ও অভিবাসন ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরসহ মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমনিবিড় ১৬টি দেশের জন্য দেশভিত্তিক কর্মী প্রেরণের সর্বোচ্চ ব্যয়ের তালিকা গত ১৬.০৬.২০১৭ তারিখে প্রকাশ এবং তা ওয়েবসাইটসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। সৌদি আরবসহ কয়েকটি দেশে শূন্য অভিবাসন ব্যয়ে গৃহকর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। স্বল্প অভিবাসন ব্যয় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জি টু জি পদ্ধতিতে দক্ষিণ কোরিয়া ইপিএস সিস্টেম, জাপানে আই এম জাপান এবং হংকং এ কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে।
    - ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও স্মার্ট কার্ড প্রদানের কার্যক্রম বিভিন্ন জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। বিদেশগামী কর্মীদের সুবিধার্থে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। নিরাপদ দায়িত্বশীল ও নিয়মমাফিক ও নিয়মমাফিক পন্থায় বিদেশ গমনের জন্য গন্তব্য দেশের, কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্যবিধি, আইন কানুন, বিধিবিধান, করণীয় ও বর্জনীয়, বৈধপথে রেমিট্যান্স প্রেরণ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য বিভিন্ন টিটিসিতে বিদেশ গামী কর্মীদের জন্য তিনদিন ব্যাপী প্রি-ডিপারচার অরিয়েন্টেশন কোর্স চালু করা হয়েছে। অনলাইনে ভিসা চেকিং সুবিধা চালু করা হয়েছে। ৬৪টি টিটিসি এবং ৬টি আইএমটির মাধ্যমে ৫৫টি ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। নিরাপদ অভিবাসনে ব্যাপক গণসচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে (জিসিএম, জিএফএমডি, কলম্বো প্রসেস, আবুধাবী ডায়ালগ, বুদাপেস্ট প্রসেস ইত্যাদি) সক্রিয় অংশগ্রহণ করে ভিসা ট্রেডিংসহ রেমিট্যান্স প্রেরণ খরচ কমানোর জন্য এ মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে।
    - দক্ষ কর্মী তৈরীর লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের স্কিল ফর এমপয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি) এর অর্থায়নে ৬১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র টিটিসি গুলোতে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১ লক্ষ দক্ষ ড্রাইভার তৈরির প্রকল্প প্রণয়নপূর্বক তা অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
    - স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে শ্রম অভিবাসনে রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের নিয়ম বহির্ভূত আচরণ ও অবৈধ কর্মকান্ড প্রতিরোধের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে একটি 'ভিজিলেন্স টাস্ক ফোর্স' গঠিত হয়েছে। টাস্ক ফোর্স নিয়মিতভাবে মাঠ পর্যায়ে তদারকির কাজ সম্পাদন করে আসছে।

২.৮.২। ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (7FYP) বাস্তবায়ন

সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) বাস্তবায়নে

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, পিছিয়ে পড়া জেলাসমূহ হতে অভিবাসনের হার বৃদ্ধি, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ কর্মী তৈরি এবং অভিবাসী কর্মীর সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে।

২.৮.৩। নির্বাচনী ইশতেহার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলা হতে বছরে গড়ে ১০০০ জন দক্ষ কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা এবং বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের জন্য কল্যাণমূলক কর্মসূচি নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় জানুয়ারি'২০১৯ হতে জুন'২০১৯ পর্যন্ত ৩,৩২,৭৫৪ জন কর্মীর বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে এবং ৮.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। এছাড়া, পরিকল্পনা অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ে টিটিসি নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং ১ম পর্যায়ে "৪০টি উপজেলায় ৪০টি টিটিসি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। ২য় পর্যায়ে "৬০টি উপজেলায় ৬০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন পর্যায়ে রয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব হবে। সুষ্ঠু অভিবাসন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে "৬৪ জেলায় ৬৪টি ডিইএমও স্থাপন" এর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে প্রতি উপজেলা হতে গড়ে ১০০০ জন দক্ষ কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৮.৪। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূলত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবেব মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা দলিল। সরকারি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করা হয়েছে। এ চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, এ সকল কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এবং এ সকল কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপের জন্য কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সাথে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা বিএমইটি, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বোয়েসেল এর পৃথক পৃথকভাবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। একইসাথে এ সমস্ত কর্মীদের বহিঃবিশ্বের ২৯টি শ্রম কল্যাণ উইংয়ের মাধ্যমে বিদেশে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি তাদের কল্যাণ ও বিভিন্ন অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং ১৫০০ এর অধিক রিক্রুটিং এজেন্সির মধ্যে সমন্বয়ের লক্ষ্যে এপিএতে এ সমস্ত কার্যক্রম এবং সূচকগুলো নেয়া হয়েছে। গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয় এপিএ বাস্তবায়নে মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে ৮৯.৭৪ নম্বর প্রাপ্ত হয়েছে।



২.৮.৫। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা (এনআইএস)

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল হলো চারিত্রিক সাধুতা বা শুদ্ধতা অর্জন



এবং দুর্নীতি দমনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় একটি কৌশল-দলিল, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক আইনকানুন ও বিধি-বিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ, পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকলের চরিত্রনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী ও সাধারণ কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব নাইমা আফরোজ ইমা এবং অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর জনাব অহিদুল ইসলামকে সনদ এবং আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া সেরা দপ্তর/সংস্থা হিসেবে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়োসেল)

এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মরণ কুমার চক্রবর্তীকে সনদ ও আর্থিক পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

২.৮.৬। নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী কার্যক্রম (২০১৮-২০১৯)

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে অভিবাসন ব্যবস্থাপনার বিষয়টি এখন ব্যাপক গুরুত্ববহ এবং উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত। উদ্বৃত্ত জনশক্তি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের জন্য উন্নততর অভিবাসন ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় সরকার এ খাতকে অধিকতর শক্তিশালী করেছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশগামী কর্মীদের সুষ্ঠু ও নিরাপদ অভিবাসন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি প্রচলিত পদ্ধতি ছাড়াও উদ্ভাবনী কার্যক্রমের মাধ্যমে অভ্যন্তরীন এবং এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

- ডিজিটাল মাইগ্রেশন ডিসপে বোর্ড: মন্ত্রণালয় ও বিএমইটির সম্মুখে ডিজিটাল মাইগ্রেশন ডিসপে বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে সুষ্ঠু, নিরাপদ ও নিয়মতান্ত্রিক অভিবাসন ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক বিদেশগামী/বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রবাসী কল্যাণ ভবনে সেবা গ্রহণ করতে আসেন। চলমান এ ডিজিটাল প্রদর্শনীর মাধ্যমে তারা প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছেন।
- ইজি লার্নিং ল্যাব: ইজি লার্ণিং ল্যাব ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৩টি টিটিসিতে বাস্তবায়ন হচ্ছে। ইজি লার্ণিং ল্যাব ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার ফলে টিটিসির ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অধিকতর কার্যকর ও সহজ হয়েছে।
- অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা চালু: বিদেশ গমনেচ্ছু, বিদেশগামী ও প্রত্যাগত কর্মীদের অভিবাসন বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকারে অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার বেইজড পোর্টাল চালু করা হয়েছে। ফলে কর্মীগণ দেশে-বিদেশের যেকোন প্রান্ত হতে অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করতে পারছেন।
- নারী কর্মী অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল: প্রবাসে নারী কর্মীগণ প্রতারণা, হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হলে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সুবিধাসম্পন্ন বিশেষায়িত একটি সেলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দূতাবাস/রিক্রুটিং এজেন্সি/নিয়োগকর্তার সাথে যোগাযোগ স্থাপনপূর্বক তাৎক্ষণিক অভিযোগ নিষ্পত্তি/দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণসহ ক্ষতিপুরণ প্রদানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে।
- প্রবাসবন্ধু কল সেন্টার: প্রবাসবন্ধু কল সেন্টারের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মী ও তাঁর পরিবারবর্গ বিনামূল্যে বিভিন্ন তথ্য জানার ও সমস্যা সমাধানের সুযোগ পাচ্ছেন।
- ডায়াসপোরাদের কল্যাণ বোর্ডের সদস্য পদ লাভ: বিএমইটি'র বহির্গমন ছাড়পত্র গ্রহণ করেনি এবং বিদেশে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত এমন প্রবাসী বাংলাদেশীদের নির্দিষ্ট ফি প্রদান সাপেক্ষে কল্যাণ বোর্ডের সদস্য পদ প্রদান করা হচ্ছে। প্রবাসীরা এ সুযোগ গ্রহণ করে ডাটাবেজে অনাতর্ভুক্ত কর্মীর ন্যায় সকল ধরনের সুবিধা ও সেবা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন এ কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করছে।
- প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক তথ্য কণিকা: প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক তথ্য কণিকা নামে একটি মোবাইল অ্যাপস চালু করা হয়েছে। এই অ্যাপসের মাধ্যমে বিদেশ গমনেচ্ছু সম্ভাব্য কর্মীগণ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ঋণ সুবিধাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে জানতে পারছেন।
- প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক সিস্টেম সফটওয়ার: প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক সিস্টেম সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়সহ ৬৩ টি শাখায় ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এই সেবার মাধ্যমে অটোমেশন প্রক্রিয়ায় ব্যাংকিং কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদন করা যাচ্ছে।
- ডিজিটাল লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট: ডিজিটাল লাইব্রেরি ম্যানেজম্যান্ট সিস্টেম এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও অন্যান্য অংশিজনেরা উপকৃত হচ্ছেন। অভিবাসন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বই/ পুস্তিকা, ম্যানুয়াল ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিধি বিধান ও তথ্য সম্বলিত বই/ পুস্তিকা সহজেই পাওয়া যাচ্ছে।





অধ্যায়-২.৯

শ্রম কল্যাণ উইং

শ্রম কল্যাণ উইংসমূহের মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীদের কর্মপরিবেশ, সুবিধা ও সমস্যাবলী সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ, অভিবাসী কর্মীদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা সমূহ পরিচালনায় আইনগত সহায়তা প্রদান, বিদেশে কারাদন্ডপ্রাপ্ত বাংলাদেশি কর্মীদের বিবরণ সরকারের নিকট প্রেরণ এবং কারাভোগরত কর্মীদের আইনানুগ সহায়তা প্রদান, যে সকল অভিবাসী কর্মীর মৃত্যু হয়েছে তাদের মৃতদেহ দেশে প্রেরণ, নিয়োগকর্তার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়, সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশি কর্মীর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সরকারের নিকট নিয়মিত তথ্য প্রেরণ, বিদেশে নিয়োগকর্তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিদেশে আটককৃত বা বিপদগ্রস্থ কর্মীকে দেশে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা প্রদান, প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

শ্রমকল্যাণ উইংসমূহে ৪৩ জন কূটনৈতিক মর্যাদার কর্মকর্তা এবং ১৪৫ জন সহায়ক কর্মকর্তা ও স্টাফ নিয়োজিত রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের শ্রম কল্যাণ উইংসমূহে ১০০% ভিসা/চাহিদাপত্র যাচাই করে সত্যায়ন করেছে যার মাধ্যমে বাংলাদেশি কর্মীরা চাকুরি নিয়ে বিদেশে গমন করছেন। এই অর্থ বছরে শ্রম কল্যাণ উইংসমূহ কর্মীদের বাসগৃহ, জেলখানা, হাসপাতাল, ডিপোর্টেশন সেন্টারে ৪৪৮৯ টি পরিদর্শন করেছে।

শ্রম কল্যাণ উইংসমূহ প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মী ও নিয়োগকারীদের মধ্যে বিরোধ নিস্পত্তি করে থাকে। শ্রম কল্যাণ উইংসমূহের নিকট আনীত এ ধরনের বিরোধের ৯৯% নিস্পত্তি করা হয়েছে।

বিদেশে বাংলাদেশের জনশক্তির কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে শ্রম কল্যাণ উইংসমূহ নিয়মিত বিদেশি নিয়োগকর্তা ও রিক্রুটিং এজেন্টদের সাথে সভা করে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এ ধরনের ১৮৬০ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শ্রম কল্যাণ উইংয়ের কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় থেকে নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়ে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ০৯ টি শ্রম কল্যাণ উইং পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে শ্রম কল্যাণ উইংসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।





অধ্যায়-২.১০

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি নিম্নরূপে গঠনপূর্বক বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় হতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়:

ক্র:ন:	সদস্যগণের নাম	নির্বাচনী এলাকা	পদবী
১	জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ	২৮২ চট্টগ্রাম-৫	সভাপতি
২	ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (যদি সংসদ-সদস্য হন)		সদস্য
৩	অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ	২৫৫ কুমিল্লা-৭	সদস্য
৪	জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন রতন	২২৪ সুনামগঞ্জ-১	সদস্য
৫	জনাব মৃণাল কান্তি দাস	১৭৩ মুন্সিগঞ্জ-৩	সদস্য
৬	জনাব দিদারুল আলম	২৮১ চট্টগ্রাম-৪	সদস্য
৭	বেগম আয়েশা ফেরদাউস	২৭৩ নোয়াখালী-৬	সদস্য
৮	জনাব পংকজ নাথ	১২২ বরিশাল-৪	সদস্য
৯	জনাব মোঃ সাদেক খান	১৮৬ ঢাকা-১৩	সদস্য
১০	জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন	২২১ শরীয়তপুর-১	সদস্য

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সভার সিদ্ধান্তসমূহ এ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।



অধ্যায়-২.১১

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১৮

১৮ ডিসেম্বর'১৯৯০ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক "International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families" বিষয়ে রেজুলেশন গ্রহণের দিনটিই পরবর্তীতে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১৮' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। অভিবাসী কর্মীর মর্যাদা ও অধিকার সমুন্নত রাখার প্রয়াসে জাতিসংঘ ও সদস্য রাষ্ট্রসমূহের পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, অভিবাসী অধিকার ফোরাম, আইএনজিও/এনজিও এ দিনটি বিশেষভাবে পালন করে আসছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থা, বেসরকারী সংস্থা/ এনজিও/ অংশীগণ/ অভিবাসী কর্মীগণের অংশগ্রহণে বিগত বছরগুলোর মত ২০১৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর 'আর্ন্তজাতিক অভিবাসী দিবস' বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। এ বছর এ দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'অভিবাসীর অধিকার-মর্যাদা ও ন্যায়বিচার'। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীসহ এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর নিয়ন্ত্রণাধীন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি), ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি), জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও) এর প্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, এনজিও, নিবন্ধিত রিক্রুটিং এজেন্ট, বায়রা প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে প্রায় ৫০টি স্টলের মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন, আইএনজিও/ এনজিও স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও সেবাসমূহ উপস্থাপন করেন। 'আর্ন্তজাতিক অভিবাসী দিবস-২০১৮' এ নিরাপদ অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে দেশের সর্বস্তরের মানুষের সামনে প্রবাস বান্ধব ভাবমূর্তি তুলে ধরতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নিরলস প্রচেষ্টার চিত্র উপস্থাপন





করা হয়। নিরাপদ অভিবাসন বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত না হলেও এ সকল কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ এ বিষয়ে সম্যক অবহিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১৮ কে উপলক্ষ করে শিশু, কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও অভিবাসী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত মেলায় প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের হাতে শিক্ষা বৃত্তির চেক, সনদ ও ক্রেস্ট তুলে দিয়ে তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করা হয়।

একই সময়ে বিদেশস্থ শ্রম কল্যাণ উইংসমূহ, এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও), বিভাগীয় কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি), ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি), শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ দপ্তরসমূহ অনুরূপ সচেতনতামূলক সেমিনার, সভা, মেলা, প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

অধ্যায়-২.১২

কল্যাণমূলক কার্যক্রম

মৃতদেহ দেশে আনয়ন/সংশ্লিষ্ট দেশে দাফন

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ পরিবারের লিখিত মতামত সাপেক্ষে দেশে আনা হয়। কোন কর্মীর পরিবার মৃতদেহ সংশ্লিষ্ট দেশে দাফনের আগ্রহ প্রকাশ করলে পরিবারের লিখিত মতামত সাপেক্ষে বাংলাদেশ মিশনসমূহের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশে দাফনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

মৃতদেহ দেশে আনয়ন (২০১৮-১৯)

মাস	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	সর্বমোট
সংখ্যা	৩৩৫	২৭৯	৩২২	৩২৩	৩৫৩	৩৪৫	৩৭০	৩০১	৩৬০	৩০৪	৩১৭	৩০৮	৩৯১৭

মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ সহায়তা

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ দেশে পৌঁছালে বিমানবন্দরস্থ' প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক এর মাধ্যমে মৃতের পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। মৃতদেহ হস্তান্তরের সময় প্রত্যেক মৃত কর্মীর পরিবারকে তাৎক্ষণিকভাবে মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকার চেক প্রদান করা হয়।

মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ প্রদানকৃত অর্থ (২০১৮-১৯)

জুলাই		আগস্ট		সেপ্টেম্বর		অক্টোবর		নভেম্বর		ডিসেম্বর		জানুয়ারি		ফেব্রুয়ারি		মার্চ		এপ্রিল		মে		জুন		**সর্বমোট**	
সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	**সংখ্যা**	**টাকা**
৩৩৭	১১৭৯৫০০০	২৬৭	৯৩৪৫০০০	২৯৮	১০৪৩০০০০	৩২৯	১১৫১৫০০০	৩৩৭	১১৭৯৫০০০	৩১৬	১১০৬০০০০	৩৬০	১২৬০০০০০	২৮০	৯৮০০০০০	৩২৬	১১৪১০০০০	২৭৭	৯৬৯৫০০০	৩০৩	১০৬০৫০০০	২৬১	৯১৩৫০০০	**৩৬৯১**	**১২৯১৮৫০০০**

প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারকে এককালীন আর্থিক সহায়তা

বিএমইটি'র বহির্গমন ছাড়পত্র (ম্যানপাওয়ার ক্লিয়ারেন্স) নিয়ে বিদেশে গমনকারী অথবা বিদেশে বৈধভাবে কর্মরত অথবা অনাবাসী বাংলাদেশি (এনআরবি) হিসেবে বাংলাদেশ মিশনসমূহের মাধ্যমে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত কর্মী প্রবাসে মৃত্যুবরণ করলে তাঁদের পরিবারকে বোর্ড থেকে এককালীন ০৩ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান প্রদান দেয়া হয়। এছাড়া যে সকল কর্মী ছুটিতে কিংবা অসুস্থ হয়ে দেশে আসার ০৬ মাসের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন, তাঁদের পরিবারকেও সমপরিমান অর্থ অনুদান দেয়া হয়।

প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারের সংখ্যা ও প্রদানকৃত অর্থ (২০১৮-১৯)

জুলাই		আগস্ট		সেপ্টেম্বর		অক্টোবর		নভেম্বর		ডিসেম্বর		জানুয়ারি		ফেব্রুয়ারি		মার্চ		এপ্রিল		মে		জুন		**সর্বমোট**	
সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	**সংখ্যা**	**টাকা**
৪১৬	১২২১৪১০০০	২৮৮	৮৫৭৩৭৫০০	৪০৬	১১২১৫০০০০	৩৪৬	১০৪৪৮৭৫০০	৩০৯	৯২০৫০০০০	২১৩	৬৩৮০০০০০	৫২২	১৫৫৩১০২৯৮	৩৪৬	১০২৫৫০০০০	৩০৩	৮৮৭৭৪৪৬৪	৩৯৮	১১৭৯৩৫০০০	৩৬১	১০৪৯১৮৭৫০	১৯৮	৫৮১১২৫০০	**৪১০৬**	**১২০৭৯৩৭০১২**

মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্সের অর্থ আদায় ও বিতরণ

বিদেশে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃত্যুজনিত কারণে নিয়োগকর্তা অথবা অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্সের অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহের শ্রম উইংয়ের মাধ্যমে আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। আদায়কৃত উক্ত অর্থ তাঁদের ওয়ারিশদের মধ্যে যথাযথভাবে বিতরণ করা হয়।

মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্স বাবদ আদায়কৃত অর্থ বিতরণ (২০১৮-১৯)

জুলাই		আগস্ট		সেপ্টেম্বর		অক্টোবর		নভেম্বর		ডিসেম্বর		জানুয়ারি		ফেব্রুয়ারি		মার্চ		এপ্রিল		মে		জুন		**সর্বমোট**	
সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	**সংখ্যা**	**টাকা**
১৯৮	৯৩৩৩১৫৬	৮৫	২৭৪৪৬৫১৫	১১৪	৫৬২৮৩০৭৩	১৪৭	১০৮১০৭৭০৯	৫২	৪২২৫১৬০১	৪৭	২১১৫২২৮৮	১১৪	৫৪৬৫৩০৩৫	৮৩	৩৭৩৮৭৬৭৮	৬৯	২৯৭৩৯৮৩৯	৪৭	৪১২৩২২৫৫	১১০	৫৭৯২৯১৩০	৪৫	৩৫৪২০৫৫৪	**১১১১**	**৬০৪৯৩৯৮৮৩৩**

চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা

প্রবাসে কর্মরত অনেক কর্মী নানা ধরনের দুর্ঘটনার শিকার হয়ে গুরুতর আহত অথবা অন্য কোন কারণে অসুস্থ এবং শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়েন। এ সকল কর্মী দেশে আসার পর তাঁদের চিকিৎসার্থে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ০১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়।

অসুস্থ কর্মীর সংখ্যা ও আর্থিক সহায়তার পরিমান (২০১৮-১৯)

জুলাই		আগস্ট		সেপ্টেম্বর		অক্টোবর		নভেম্বর		ডিসেম্বর		জানুয়ারি		ফেব্রুয়ারি		মার্চ		এপ্রিল		মে		জুন		**সর্বমোট**	
সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	**সংখ্যা**	**টাকা**
২০	১৫৪৬০০০	২	১২৫০০০	১৪	১০৫০০০০	১	১০০০০০	২১	২১০০০০০	১৭	১৭০০০০০	২২	২২০০০০০	১৬	১৬০০০০০	৫	৫০০০০০	২৩	২৩০০০০০	৪১	৪১০০০০০	২	২০০০০০	**১৮৪**	**১৭৫২১০০০**

অসুস্থ কর্মীদের হাসপাতালে ভর্তি

প্রবাসে বিভিন্ন কারণে গুরুতর আহত, অসুস্থ এবং শারীরিকভাবে অক্ষম কর্মীদের বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের সহযোগিতায় এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় দেশে ফেরত আনা হয়। কর্মী বিমানবন্দরে পৌঁছালে বোর্ডের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে তাঁকে গ্রহণপূর্বক উপযুক্ত সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সৌদি আরব হতে ০৫ জন, আবুধাবী ০১ জন, ওমান ০২ জন, বাহরাইন ০৪ জন, কুয়েত ০৩ জন, জর্ডান ০১, মরিশাস ০১ জন, লেবানন ০৫ জন সহ মোট ২২ জন কর্মীকে দেশে ফেরত এনে হাসপাতালে ভর্তিসহ এ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান করা হয়েছে।

ব্রিফিং প্রদান

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিদেশগামী ৫১,০৬৭ জন কর্মীকে প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান করা হয়েছে।

বিদেশগামী কর্মী এবং প্রত্যাগত কর্মীদের সেবা প্রদান

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিমানবন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে ৬,৭৪,৯৩৩ জন বিদেশগামী কর্মী এবং প্রত্যাগত কর্মীদের সেবা প্রদান করা হয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন গঠনে অর্থ প্রদান

বিদেশগামী ও প্রত্যাগত কর্মীদের সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন গঠনে ইতোপূর্বে ৩৩০ কোটি টাকা প্রদানসহ এ বছরে আরও ৫০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে সহায়তা

দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবাসী কর্মীর সন্তান কোটায় কর্মীর সন্তানদের ভর্তির জন্য বোর্ড হতে প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু করা হয়। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের যৌথ প্রচেষ্টায় ২০১৬ সাল হতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ভর্তিতে ০.৫% আসন সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া স্নাতক শ্রেণির ভর্তিতে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের জন্য আসন সংরক্ষণ করেছে। অন্যান্য শ্রেণির ভর্তিতেও আসন সংরক্ষণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ২০১২ সালে শিক্ষাবৃত্তি প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে স্নাতক শেষ বর্ষ পর্যন্ত (ক্যাটাগরি: পিইসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি অথবা সমমান) কর্মীর মেধাবী সন্তানদের বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রবাসী কর্মীদের ৩২২৫ জন মেধাবী সন্তানকে ৪ কোটি ৩১ লক্ষ ৫১,৬০০ টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।



প্রবাসে বাংলাদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনায় সহায়তা

প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীর সন্তানদের লেখাপড়ার সুবিধার্থে বাংলাদেশ কমিউনিটি পরিচালিত কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বোর্ড হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মীর সন্তানেরা বাংলাদেশি কারিকুলামে বিদেশে বসেই লেখাপড়া করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি থাকায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দাম্মামস্থ বাংলা স্কুলের জমিক্রয়সহ ভবন নির্মাণ বাবদ দূতাবাস কর্তৃক প্রাক্কলনকৃত ১৩.৮৬ কোটি টাকা অনুমোদন দেয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে দূতাবাসের চাহিদা মোতাবেক প্রাক্কলনের ১৩.৮৬ কোটি টাকার মধ্যে দাম্মামস্থ স্কুলের জমি ক্রয়ের জন্য রেমিটেন্সকৃত ১০.০০ (দশ) কোটি টাকার অব্যয়িত ৪.২৩ কোটি টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদান করা হয়।



অধ্যায়-২.১৩

সরকারিভাবে কর্মী প্রেরণ

বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) এর মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান

এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) স্বল্প/বিনা ব্যয়ে জর্ডানে মহিলা দক্ষ গার্মেন্টস কর্মী এবং Employment Permit System (EPS) এর আওতায় স্বল্প ব্যয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ করছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বোয়েলের মাধ্যমে জর্ডান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালদ্বীপ, জাপান ও বাহরাইন ১১,৫১৯ জন কর্মী বিদেশে গিয়েছেন। যার মধ্যে শূন্য অভিবাসন ব্যয়ে প্রেরিত কর্মী ৬,৩৬৬ জন। এসময়কালে প্রেরিত কর্মীর শতকরা ৮০ ভাগই নারী কর্মী। বোয়েসেল কর্তৃক বৈদেশিক কর্মসংস্থান এর পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

কার্যক্রম	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
কর্মী প্রেরণের মোট সংখ্যা	১০২৪৩	১১,০৩৩	১১,৫১৯
শুন্য অভিবাসন ব্যয়ে বৈদেশিক নিয়োগ	৫৯৫১	৪৪৮৬	৬৩৬৩
কর্মীপিছু বাৎসরিক মোট আয়ের বিপরীতে মোট অভিবাসন ব্যয়ের হার হ্রাস(%)	৪.৩২%	৩.৮০%	৩.৯৪%
নারীকর্মী প্রেরণ	৯৮৪২	৭৪১০	৯২২০
প্রেরিত মোট কর্মীর মধ্যে নারী কর্মীর হার (%)	৮৩.২৩%	৭৩.৮৩%	৮০.০৪%





অধ্যায়-২.১৪

অভিবাসন সহায়তায় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রশংসনীয় অবদান রাখা প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন-২০১০' এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম ২০ এপ্রিল, ২০১১ সালে শুরু হয়। বর্তমানে এর অনুমোদিত মূলধন ৫০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৪০০ কোটি টাকা। বিদেশগামী এবং প্রবাস ফেরত কর্মীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করাসহ আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যয় সাশ্রয়ী উপায়ে রেমিট্যান্স প্রেরণে প্রবাসীদের সহায়তা করাও এ ব্যাংকের একটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমানে ৬৩ টি শাখার মাধ্যমে এ ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪০৬.৫৯ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের খাতভিত্তিক অবদান নিম্নে পাই-চার্ট-এ দেখানো হলোঃ

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ঋণ বিতরণঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭১১৫ জন বিদেশগামী ও বিদেশফেরত কর্মীকে মোট ১০৫.৪৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বছরভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

অর্থবছর	ঋণগ্রহীতার সংখ্যা	বিতরণকৃত টাকার পরিমান (লক্ষ টাকা)	আদায়
২০১১-১২	৮৯৯	৭৩৪.০০	১৬১.০০
২০১২-১৩	১১৫৯	৯৩৮.০০	৪৯৬.০০
২০১৩-১৪	৩৩৪৯	২৬০.০০	১১৯৭.০০
২০১৪-১৫	৪২৫৮	৩৩৩৩.০০	২৪৫৪.০
২০১৫-১৬	৭৭৬৩	৭৮৯৪.০০	৪৭৬৭.০০
২০১৬-১৭	৬৩০৫	৭৪৮০.০০	৬৪৫০.০০
২০১৭-১৮	৫৫৮৯	৭১২৯.০০	৬৮৪৪.০০
২০১৮-১৯	৭১১৫	১০৫৪৯.০০	৭৬৯৪.০০

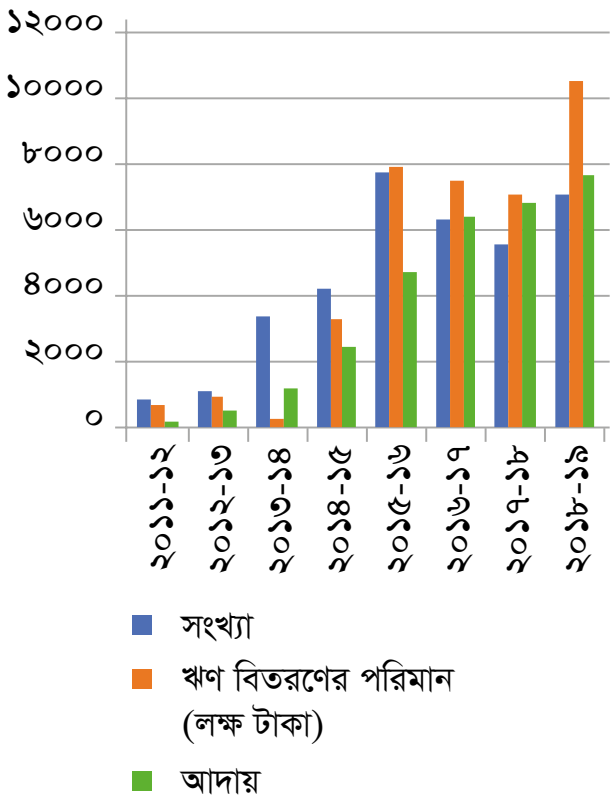

রেমিটেন্স বিতরণ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর Sub Representative হয়ে রেমিটেন্স আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সাথে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ২১.০৫.২০১৯ তারিখে গঙট চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ফলে প্রবাসীরা এই ব্যাংকের মাধ্যমে তাঁদের আত্মীয় স্বজনের কাছে রেমিটেন্স পাঠাতে পারবে।

নতুন শাখা খোলা

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিদ্যমান ৬৩টি শাখার পাশাপাশি আরো ১৯টি নতুন শাখা খোলার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।



অটোমেশন

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সকল শাখায় Real Time Online Banking পরিচালিত হচ্ছে।

তফসিলি কার্যক্রম

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নং-বিআরপিডি (পি-৩)৭৪৮(৯৩)/ ২০১৮-৫৪৮৭ এর মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে তফসিলি বিশেষায়িত ব্যাংকরূপে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তফসিলি কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে CBS বাস্তবায়ন, Nostro Account খোলা, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।



অধ্যায়-২.১৫

বিবিধ

জনবল নিয়োগ ও রাজস্বখাতভুক্ত পদে আত্মীকরণ

- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও), ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) সমূহের বিভিন্ন পদে কর্মরত ১,২১৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি কে নবসৃজিত ১,৭৪১টি রাজস্বখাতভূক্ত পদের বিপরীতে আত্মীকরণ করা হয়।
- ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক প্রেরিত সুপারিশের ভিত্তিতে বিএমইটি ও এর আওতাধীন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি/জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসসমূহের বিভিন্ন পদের মোট ৫৬ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়।
- বিএমইটি'র সহকারী পরিচালক পদে ০৩ জন, উপ-সহকারী পরিচালক পদে ২০ জন কর্মকর্তা এবং আইএমটি'র ০১ জন সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর-কে চীফ ইন্সট্রাক্টর পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- এছাড়া, বিএমইটি-তে আইটি শাখা স্থাপনের লক্ষ্যে ৬৩ জন জনবলের পদ, ৪০টি টিটিসি'র জন্য নতুন ৩৫০০ পদ সৃজন, ২২টি ডিইএমও'র জন্য ৮১৪ টি পদ সৃজনসহ বিএমইটি-কে ব্যুরো থেকে অধিদপ্তরের রূপান্তর, সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদ এবং বিএমইটি'র বিদ্যমান ০২টি নিয়োগ বিধিমালা সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

রিক্রুটিং এজেন্টের নতুন লাইসেন্স ইস্যুকরণ/নবায়ন/বাতিল

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের একটি উলেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। সাধারণ প্রক্রিয়ায় শ্রম চাহিদার ওপর ভিত্তি করে নিয়োগকারী কোম্পানীসমূহ রিক্রুটিং এজেন্সির অনুকূলে চাহিদাপত্র ও ক্ষমতাপত্র ইস্যু করে বাংলাদেশ হতে কর্মী প্রেরণ কাযক্রম সম্পাদনের জন্য তাদেরকে দায়িত্ব প্রদান করে থাকে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং বিএমইটি হতে নিয়োগানুমতি ও ছাড়পত্র প্রদানের মাধ্যমে কর্মীদের বিদেশ গমনের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়। এ ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয় এবং বিএমইটি ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থাসমূহ হতে রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহকে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করা হয়। সেই সাথে বাংলাদেশি কর্মীদের সুষ্ঠু ও নিরাপদ অভিবাসনের বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে রিক্রুটিং এজেন্টের নতুন লাইসেন্স ইস্যুকরণ, নবায়ন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কাযক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় হতে মঞ্জুরকৃত নতুন রিক্রুটিং লাইসেন্স এর সংখ্যা নিম্নরূপ:

২০১৮-১৯ অর্থবছর	মঞ্জুরকৃত নতুন রিক্রুটিং লাইসেন্স এর সংখ্যা
০৬ নভেম্বর ২০১৮	১৩৮ টি
০৯ ডিসেম্বর ২০১৮	২০ টি
২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	২৩ টি
০৬ মে ২০১৯	২৫ টি
মোট =	২০৬ টি



জাতীয় পর্যায়ে অর্জন

জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন মেলা ও ডিজিটাল মেলায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএমইটির তত্ত্বাবধানে ডিইএমও/আইএমটি/ টিটিসিসমূহ অংশগ্রহণ করে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করে এ প্রতিষ্ঠানসমূহ ৬৪টি জেলার মধ্যে ২৪টি জেলায় ১ম স্থান, ১২টি জেলায় ২য় স্থান, ৯টি জেলায় ৩য় স্থান ও ৩টি জেলায় ১ম দশে স্থান লাভ করেছে।





পরিশেষে বলা যায়, দক্ষ কর্মী সৃষ্টির মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, শ্রমবাজার সম্প্রসারণের অব্যাহত প্রচেষ্টা, অভিবাসী কর্মীদের অধিকতর কল্যাণ সাধন এবং ডিজিটাল অগ্রযাত্রার পথে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে এ মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছর।



অধ্যায়-৩

পরিশিষ্ট (www.probashi.gov.bd)

১. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের তালিকা।

২. বিদেশস্থ শ্রম কল্যাণ উইং সমূহে কর্মরত কর্মকর্তাগণের তালিকা।

৩. ডিইএমও/টিটিসি/আইএমটি সমূহের ঠিকানা।